ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-200 ■ 29 April, 2025 ■ আগরতলা ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ১৫ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৬টি রাফাল বিমান কিনতে ফ্রান্সের সঙ্গে আন্তঃসরকারি চুক্তি স্বাক্ষর ভারতের

নতুন দিল্লি, ২৮ এপ্রিল ।। ভারতীয় নৌ বাহিনীর জন্য ২৬টি রাফাল বিমান কিনতে ভারত এবং ফ্রান্স সরকারের মধ্যে একটি আন্তঃসরকারি চুক্তি (আইজিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই ২৬টি রাফাল বিমানের মধ্যে ২২টি একক আসন বিশিষ্ট এবং ৪টি দুই আসনবিশিষ্ট। প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, অস্ত্র এবং কর্মক্ষমতা ভিত্তিক পণ্য সরবরাহের বিষয়ও এই চুক্তির আওতায় রয়েছে। এছাড়া ভারতীয় বিমানবাহিনীতে বর্তমানে যে রাফাল বিমান রয়েছে তার জন্য অতিরিক্ত সরঞ্জাম সরবরাহ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীর মন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নু এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। নতুন দিল্লিতে আজ নৌ সেনা ভবনে প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং-এর উপস্থিতিতে ভারত এবং ফ্রান্সের আধিকারিকরা এই সংক্রান্ত চুক্তির স্বাক্ষরিত কপি আদান-প্রদান করেন।

সরকার আত্মনির্ভর ভারতের উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি এই চুক্তিতে ভারতে দেশীয় অস্ত্রের বিভিন্ন উপাদন একত্রীকরণের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর মধ্যে রাফাল বিমানের কাঠামোর জন্য উৎপাদন সুবিধা স্থাপনের ব্যবস্থা যেমন থাকছে, তেমনই ভারতে বিমানের ইঞ্জিন, সেন্সর এবং অস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পুনর্নির্মাণের সুবিধাও রয়েছে। এই চুক্তির ফলে হাজার হাজার কর্মসংস্থান হবে এবং সুবিধাগুলি স্থাপন, উৎপাদন ও পরিচালনায় বিপুল সংখ্যক এমএসএমই-র জন্য আয় বাড়বে।

ফ্রান্সের ডাসল্ট এভিয়েশন এই বিমানগুলি তৈরি করবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই বিমানগুলি সরবরাহ করা হবে এবং বিমান চালকদের ভারত ও ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আম্বেদকরের নীতি ও কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

আম্বেদকরের নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে জনকল্যাণে কাজ করছে কেন্দ্র ও রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। তপশিলি অংশের মানুষের সার্বিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে জনকল্যাণে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে তপশিলি জাতি ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর উন্নয়ন ও মহিলা স্বশক্তিকরণকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার।

আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনের সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি ও আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে আলোচনার মূল বিষয় ছিল ডঃ বি আর আম্বেদকর ও সামাজিক ন্যায় বিচার।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ড. বি আর আম্বেদকর ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি একাধারে দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমাদের সংবিধান রচনার অন্যতম স্থপতি তিনি। দলিত মানুষের মুক্তির অগ্রদূত। গত ১৪ এপ্রিল ড. বি আর আম্বেদকরের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত প্রথম আইন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বহু প্রতিকূলতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ড. বি আর আম্বেদকর কাজ করেছেন। বলতে গেলে তিনি একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। আজীবন নিপীড়িত মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। অনেকদিন পর হলেও ১৯৯০ সালে ড. আম্বেদকরকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়। শিক্ষা, মেধা ও ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁকে ভারতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের মৌলিক অধিকার এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ড. বি. আর আম্বেদকর অনেকগুলি প্রস্তাব এনেছিলেন। তিনি এই দেশকে শোষণ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ড. আম্বেদকর বলেছিলেন প্রত্যেককেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ।। ভারতের রাষ্ট্রপতি আজ নয়াদিল্লিতে নাগরিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ত্রিপুরার অধ্যাপক অরুণোদয় সাহাকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল: অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা একজন অর্থনীতিবিদ এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব, যার পাঠক সারা ভারত ও বিদেশে রয়েছে। তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং ত্রিপুরা রাজ্য উচ্চশিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

১৯৪৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন অধ্যাপক সাহা। তিনি বিশালগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে তাঁর স্কুল জীবন শুরু করেছিলেন। তিনি
☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের ১৬ টি ইউটিউব চ্যানেল ভারতে নিষিদ্ধ করল সরকার

নয়া দিল্লি, ২৮ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় সরকার ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল ভারতে নিষিদ্ধ করেছে। এই চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধে মিথ্যা- বিভ্রান্তিকর এবং ভুল তথ্য, উস্কানিমূলক, সাম্প্রদায়িক এবং সংবেদনশীল বিষয়বস্তু ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ পাওয়ার পর ভারত সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে পাক ১৬টি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তালিকায় রয়েছে: ডন নিউজ, বোল নিউজ, এআরওয়াই নিউজ, সামা টিভি, রাফতার, সামা স্পোর্টস ইত্যাদি। ওই চ্যানেলগুলির পক্ষ থেকে লাগাতার উস্কানিমূলক, মিথ্যে এবং বিভ্রান্তিমূলক ভুল তথ্য প্রদর্শন করার দরুন ভারতের পক্ষ থেকে ১৬টি পাক ইউটিউব
☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর সিপিএম অফিসে হামলা

অধ্যক্ষকে নিশানা করলেন জীতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ এপ্রিল।। ধর্মনগরে সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কড়া বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা ও সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি অভিযোগ করেন, পার্টি অফিসে হামলার নেপথ্যে রয়েছে শাসকদল বিজেপি। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগায়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার দায় সিপিআইএমের উপর চাপিয়ে দিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক আক্রমণ চালাচ্ছে বিজেপি, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন জীতেন্দ্র চৌধুরী।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ঘটনার জন্য তিনি সরাসরি নিশানা করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনকে, যাকে তিনি এই হামলার অন্যতম মদতদাতা হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে একচোখা নীতি না নেওয়ার কঠোর নির্দেশ দেন তিনি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হওয়ায় বিজেপির প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হচ্ছে। তাই মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে দমন করতে এবং গণআন্দোলনের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করছে শাসক দল।

ঘটনাকে ঘিরে ধর্মনগর ও আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তোলা হয়েছে।

পহেলগাঁও নিয়ে মানিক সরকারের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।সাংবাদিকদের সামনে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'এই বিধর্মীরা, বিতর্কিতরা ২৫ বছর ধরে ত্রিপুরা শাসন করেছে।

এখন তাদের আক্কেল হওয়া উচিত।'

তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার প্রকাশ করেন।

রাজীব ভট্টাচার্য আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যের জনগণ সত্যিকারের উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করছে, যেখানে বিভাজনের রাজনীতি আর টিকে থাকতে পারবে না। তাই এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল ফটিকরায়বাসী
অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৮ এপ্রিল।। গত তিনদিন ধরে লাগাতার বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন গোকুলনগর বাজারের পাশের গ্রামের বাসিন্দারা। সোমবার বিকেলে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা ফটিকরায় গঙ্গানগরের ২০৮ নম্বর বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধকারীদের অভিযোগ, গোকুলনগর এলাকায় ঘনঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নিত্যদিনের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলসংকটও চরমে পৌঁছেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তর একাধিকবার অভিযোগ জানানোর পরও কোনও স্থায়ী সমাধান করা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা রাস্তা অবরোধে নেমেছেন। স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে, দ্রুত সমস্যা না মেটালে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

বধূ হত্যাকান্ডে তেলিয়ামুড়া থানায় মহিলা মোর্চার ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া''য় গৃহবধূ দীপান্বিতা সরকার পালের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এবার সোচ্চার হল তেলিয়ামুড়া মহিলা মোর্চা। সোমবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া মন্ডল মহিলা মোর্চার পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া থানায় গিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ রাজীব দেবনাথের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

মূলত, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত বাম নেতা তপন পাল এবং তার কন্যা মন্টি পাল''কে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান তারা। একইসঙ্গে দীপান্বিতার স্বামী তন্ময় পাল, শশুর তপন পাল এবং ননদ মন্টি পাল''র বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ শাস্তি প্রয়োগের দাবিও তোলা হয়। ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চার নেত্রী শম্পা সাহা পাল, নন্দা পাল, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের কাউন্সিলর নিশারানী সূত্রধর সহ মহিলা মোর্চার অন্যান্য সদস্যরা। তাদের দাবি, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন নির্মম ঘটনা পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন

ডাক্তার না থাকায় শিশু ওয়ার্ডে তালা !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে বিগত দীর্ঘদিন ধরে নেই শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। চিকিৎসক না থাকায় ওয়ার্ডে তালা ঝুলছে। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা লাঠে উঠেছে। রোগী সহ রোগীর আত্মীয় স্বজনরা ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল। এই জেলা হাসপাতালে বিগত বহুদিন ধরে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগীরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসার পর চিকিৎসককে না পেয়ে চিকিৎসা না করিয়ে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। অনেকে তো চার পাঁচ দিন ধরে লাগাতার জেলা হাসপাতালে এসেও শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

বিশেষ এক সূত্র থেকে জানা যায় যে, জেলা হাসপাতালে একজন মাত্র শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। এবং জেলা হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যিনি কর্মরত ছিলেন তিনি এক দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে বাড়িতে বিছানায় শয্যাশায়ী রয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে জেলা হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে না। এরফলেই জেলা হাসপাতালে শিশু বিভাগে ঝুলছে তালা পরিষেবা উঠেছে লাঠে। হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকার ফলে জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন ছোট বড় ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

আবার কেউ কেউ বলছেন যে, কয়েক বছর পূর্বে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শর্মিস্টা সরকার যখন জেলা হাসপাতালে ছিলেন তখন নিয়মিত ভাবে পরিষেবা পাওয়া যেত। তিনি বদলী হবার পর থেকেই জেলা হাসপাতালে শিশু বিভাগের পরিষেবা লাঠে উঠেছে বলে হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয় স্বজনদের অভিমত। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে শুধুমাত্র শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই তা নয়, দীর্ঘদিন ধরে জেলা হাসপাতালের সিটি স্ক্যান পরিষেবাও বন্ধ। তাছাড়াও জেলা হাসপাতালের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের নারী ও শিশুদের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে মৌ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। রাজ্যের নারী ও শিশুদের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং ডিব্রুগড়স্থিত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল সায়েন্সের রিজিওন্যাল মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার আজ এক মৌ স্বাক্ষর করেছে। প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) তপন মজুমদার, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি, পরিবার পরিকল্পনা ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, রিজিওনাল মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের অধিকর্তা ডা. সুবর্ণ রায়, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার ডা. সঞ্জয় রুদ্রপাল প্রমুখ।

মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মূল কারণ খুঁজে বের করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করাই একমাত্র উপায়। এর মাধ্যমে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়। গত কয়েক বছরে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার অনেক উন্নতি হয়েছে। রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে ১৮ জন। তুলনায় জাতীয় গড় প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে ২৮ জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল ৩০শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। আগামী ৩০ এপ্রিল দুপুর ১২টায় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা আলিম ও মাদ্রাসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৯ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
১৫ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল স্ট্রাইক

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত একের পর এক কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতেছে। চারদিক দিয়া পাকিস্তানকে কোনঠাসা করিতেই এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার সুদূর প্রসারের ফল ভারত ও ভারতের জনগণের জন্য ইতিবাচক হইবে বলিয়াই মনে করা হইতেছে। পহেলগাম কাণ্ডের জেরে পাকিস্তান সরকারের এক্স অ্যাকাউন্ট আগেই বন্ধ করিয়াছিল ভারত। এবার আরও একাধাপ এগিয়ে পাকিস্তানের বেশ কিছু ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করিয়া দিল ভারত। ভারতীয় সেনা ও গোয়েন্দা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর, উসকানিমূলক, সাম্প্রদায়িক ও মিথ্যা প্রচার করিবার অভিযোগে মোট ১৬টি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করা হইয়াছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়াছে, ওই ইউটিউব চ্যানেলগুলির মোট সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছ’কোটি।পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যম ডন নিউজ, সামা টিভি, আরি নিউজ, জিও নিউজ, বোল নিউজ, রফতার, সুনো নিউজের ইউটিউব চ্যানেলগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইরশাদ ভাটি, আসমা শিরাজি, উমর চিমা, মুনিব ফারুকের মতো সাংবাদিকদের চ্যানেলও বন্ধ করা হইয়াছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের চ্যানেলও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে নিষিদ্ধ হওয়া চ্যানেলগুলি খুলিলেই ভাসিয়া আসিতেছে একটি বার্তা। তাতে লেখা রহিয়াছে, ‘এটি এই দেশে এখন উপলব্ধ নয়। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে সরকার এই নির্দেশ দিয়াছে।’পহেলগামে জঙ্গি হামলা নিয়া রিপোর্ট করিবার ব্যাপারে বিবিসির ভারতীয় প্রধান জ্যাকি মার্টিনকেও কড়া মনোভাবের কথা জানাইয়াছে কেন্দ্র। তারা ‘সন্ত্রাসীদের’ ‘জঙ্গি’ আখ্যা দিয়া বিবিসিকে একটি চিঠিও পাঠাইয়াছে। পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে বিবিসির প্রতিবেদন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছে ভারত সরকার। পহেলগাম হামলার বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন নিয়ে একই অভিযোগে মার্কিন সরকারের কোপের মুখে পড়িয়াছিল সংবাদপত্র ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’।শনিবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ভারতের অভ্যন্তরে সমস্ত মিডিয়া চ্যানেলকে প্রতিরক্ষা অভিযান এবং সুরক্ষা বাহিনীর গতিবিধির লাইভ কভারেজ থেকে বিরত থাকিবার পরামর্শ দিয়াছে।মঙ্গলবার পহেলগামে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় মোট ২৮জনের মৃত্যু হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে ২৭ জন ভারতীয় এবং এক জন নেপালি নাগরিক রহিয়াছেন। সেই ঘটনায় পাক জঙ্গিদের পাশাপাশি আসিফ এবং আদিলের নাম উঠিয়া আসিয়াছে। অভিযোগ, পর্যটকদের ধর্ম পরিচয়ের ভিত্তিতে বাছিয়া বাছিয়া গুলি করা হইয়াছে। নির্দিষ্ট একটি ধর্মের মানুষ ছাড়া কাউকে রেয়াত করা হয়নি। এই ঘটনার পর থেকেই দেশজুড়িয়া উত্তেজনা তৈরি হইয়াছে। তিন বাহিনীকেই সজাগ থাকিবার নির্দেশ দিয়াছে বিদেশ মন্ত্রক। সীমান্ত এলাকায় যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে তাহা সাজগোজ দেখিলেই স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হইতেছে

কাশ্মীর চর্চায় পিওকে-র নানা কথা

জম্মু, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): “সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা পাকিস্তানকে হুমকি নয়, ওদেরকে ওদের ভাষাতেই মোক্ষম জবাব দিতে হবে। সময় এসেছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে, বা পোক) পুনরুদ্ধারের।”” রবিবারই এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তৃণমুল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পহেলগাঁওয়ের ঘটনার প্রতিবাদ করে প্রতিবেশী দেশকে আরও কড়া আক্রমণ করতে পিওকে দখলের দাবি জানিয়েছেন অভিষেক। এই পিওকে, বা পোক-এর কথা আমরা কমবেশি সকলেই জানি। কিন্তু নির্দিষ্ট ধারণা অনেকের নেই।

জম্মু ও কাশ্মীর বিচ্ছিন্নতার সময় ভারত অথবা পাকিস্তানের যে কোনও একটিতে যোগদানের প্রস্তাব পায়। তবুও, তৎকালীন নেতা মহারাজা হরি সিং এটিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। পাকিস্তানের পশতু উপজাতি গোষ্ঠীগুলি ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীর আক্রমণ করার চেষ্টা করে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) হল ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের আদি অংশ। ১৯৪৭ সালে এটি পাকিস্তান দখল করে নেয়।

জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এই অবস্থাকে ”পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর” (বা পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীর) বলে অভিহিত করে। ভারত সরকার একে ”পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীর” বলে অভিহিত করে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত, সরকারি ভাষায় জম্মু ও কাশ্মীর এবং গিলগিট-বালতিস্তান নামে পরিচিত।

পিওকে-র অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মুদ্রাস্ফীতির চাপের বিরুদ্ধে গ্রাম ও বাজার পর্য্যায়ে ধারাবাহিক প্রতিবাদ চলে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পিওকে-র বাসিন্দারা উপসাগরীয় দেশগুলির সাথে বেশি যুক্ত।

ঐতিহাসিকভাবে, পিওকে-র একটি পরিমিত কৃষি অর্থনীতি ছিল। সেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই মাঠে কাজ করতেন। তবে, পাকিস্তান সরকারের উদারনীতি এবং পিওকে-র চাকরির সুযোগের অভাব অভিবাসীদের কাজ এবং নতুন সুযোগের সন্ধানে উপসাগরীয় দেশগুলিতে আসতে বাধ্য করে। সরকারের বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভের পেছনে আর একটি কারণ হল পিওকে-র বেকারত্ব। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতির বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়েছে।

পিওকে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

পাক অধিকৃত কাশ্মীর তার আশেপাশের এলাকার কারণে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর পশ্চিমে পাকিস্তানের পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে খাইবার-পাখতুনখোয়া নামে পরিচিত), উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তানের লক্ষন হল, উত্তরে চিনের জিনজিয়াং প্রদেশ এবং পূর্বে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অবস্থানের সাথে সীমানা রয়েছে।

জগন্নাথধাম মন্দির সূচনার প্রাক্কালে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

দিঘা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কথা ও সুরে গান চলছে জগন্নাথধাম মন্দির প্রাঙ্গণে। শিল্পী - ইন্দ্রনীল সেনের গলায় বাজছে ওই গান - জয় জগন্নাথ, তুমি জগতের পিতা। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নিউ দিঘায় মন্দির প্রাঙ্গণে একবার ঢুঁ মারলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সফর সঙ্গী একাধিক মন্ত্রী। অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, পুলক রায় প্রমুখ রয়েছেন। নানান কাজকর্মের তদ্বির তদারকি করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, জায়েন্ট স্ক্রিন একাধিক জায়গায় বসানো হয়েছে। লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে সাগর পাড়ে ও ব্যস্ত রাস্তার ধারে। পথচলতি জনতা ও সাধারণ মানুষ এবং দিঘাতে আসা পর্যটকদের জন্য এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। অন্যদিকে, উদ্বোধনী পর্বের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ও সহযোগীরা ইতিমধ্যেই দিঘাতে পৌঁছেছেন। সমুদ্র সৈকত নগরী কড়া নিরাপত্তার মোড়কে ঘিরে রাখা হয়েছে।

জিম করবেটের দেড়’শ বছর, প্রয়াণের সত্তর

হীরক কর

ভারতের জঙ্গলে জঙ্গলে তখন প্রচুর বাঘ। সময়টা উনিশ শতক। একটা ছোট ছেলে বনমোরগের পিছু নিয়ে কুলঝোপে উকি দিতেই সেটা ফুঁড়ে উঠে বের হয় বিশাল বাঘ। চলে যাওয়ার আগে তার ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ও মুখের হাবেভাবে ছেলেটির মনে হয়, পেল্লায় বাঘটা যেন বলে গেল, “এই বাচ্চা, কি করছ এখানে, বাড়ি যাও।” সেই ছোট্ট ছেলেটির জন্মের দেড়’শ বছর পূর্ণ হল এবার। ১৮৭৫ থেকে ২০২৫, আগামী ২৫ জুলাই দেড়শ বছর হবে তাঁর। তিনি আর কেউ নন, ভারতে বাঘ সংরক্ষণের পথিকৃৎ জিম করবেট অর্থাৎ ‘‘এডওয়ার্ড জেমস করবেট’’।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হিমালয়ের পাদদেশের এক অঞ্চলের মানুষের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল এক মানুষখেকো বাঘিনী। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই মানুষখেকোর পিছু নিয়েছিল সেখানকার পুলিশ, গুপ্ত শিকারিরা, এমনকি একটি নেপালি গোর্খা রেজিমেন্টও। বলা হয়ে থাকে, প্রায় ৪৩৬টি নথিভুক্ত মৃত্যুর জন্য এই বাঘিনীটি দায়ী ছিল। “গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড” অনুসারে, বাঘের আক্রমণে প্রাণহানির সংখ্যা বিবেচনায় এটিই ইতিহাসের সর্বোচ্চ।

ক্রমেই ইতিহাসের পাতায় এই বাঘিনী “চম্পাবতের মানুষখেকো” নামে পরিচিতি লাভ করে। ইতিহাসবিদরা এর সম্পর্কে বলেছিলেন, “This tiger ceased to behave like a tiger at all. It transformed into a new kind of creature all but unknown in the hills of northern India's Kumaon district.’

১৯০৭ সালে করবেটের বন্দুকের গুলিতে এই মানুষখেকোর মৃত্যু হয়। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মানুষের মনে ত্রাস সঞ্চার করা চম্পাবতের এই কিংবদন্তির যবনিকাপাতের মধ্য দিয়েই জন্ম হয় ইতিহাসের আরেক বিখ্যাত কিংবদন্তির। সেই কিংবদন্তির নাম ছিল “এডওয়ার্ড জেমস করবেট”, সংক্ষেপে “জিম করবেট”। আর কুমায়ুন-গাড়োয়ালের মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল “কার্পেট সাহেব”। চম্পাবতের বিখ্যাত মানুষখেকো বাঘিনী ছিল তাঁর প্রথম শিকার।

জিম করবেট জন্মেছিলেন ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুলাই, ভারতের কুমায়ুনে অবস্থিত নৈনিতাল শহরে। স্থানটি বর্তমানে উত্তরাখণ্ড রাজ্যে। শীতে নৈনিতালে প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে করবেটের বাবা তখনকার বহুল প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, নৈনিতাল থেকে ১৫ মাইল দূরে তেহরি রাজ্যের অন্তর্গত কালাধুঙ্গি নামক গ্রামে জমিজমা কিনে দ্বিতীয় আরেকটি আবাস গড়ে তোলেন শীতকালীন সময়ের জন্য। দুই আবাসস্থল পরবর্তীতে জিম করবেটের শিকারি হয়ে ওঠার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করে। তাঁর কাছে জঙ্গল ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। অজস্র পশু-পাখির ডাক নকল করতে পারতেন তিনি। বাঘের মতোই নিঃশব্দ আর ক্ষিপ্র ছিল তাঁর গতি। কুমায়ূন ও গাড়োয়ালের বনে-পাহাড়ে এমন আরও হাজারো কাহিনী ছড়িয়ে আছে তাঁর নামটিকে ঘিরে। ১৯০৭ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে করবেট মোট ৩৩টির মতো মানুষখেকো বাঘকে অনুসরণ এবং গুলিবিদ্ধ করেছিলেন। যদিও এদের মধ্যে মাত্র ডজনখানেক ভালোভাবে নথিভুক্ত হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, এসব বড় বেড়ালেরা ১২০০-র ওপর পুরুষ, নারী এবং শিশুকে হত্যা করেছিল।

তাঁর শিকারি জীবনে দুটি মানুষখেকো চিতাবাঘও শিকার করেছিলেন। ১৯১০ সালে পানারে প্রথম যে চিতাবাঘটিকে হত্যা করেছিলেন, সেটি প্রায় ৪০০ মানুষকে হত্যা করেছিল। আর দ্বিতীয়টি ছিল ‘‘রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো” চিতাবাঘ। প্রায় আট বছর ধরে যেটি দৌরাত্ম্য চালিয়েছিল এবং হত্যা করেছিল ১২৬-এর অধিক তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় মানুষকে। ‘‘রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো’’ লেপার্ড শিকারের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে করবেট সাহেব বলেছিলেন “This tiger ceased to behave like a tiger at all. It transformed into a new kind of creature all but unknown in the hills of northern India's Kumaon district.’ ভয়ঙ্কর কোনো শিকার ধরার সময় তিনি একাকি থাকতে পছন্দ করতেন এবং পায়ে হেঁটেই মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করতেন। অনেকসময় তিনি তাঁর পোষা কুকুর রবিনকে সঙ্গে নিতেন শিকারের সময়। শিকারের সময় অন্যদের জীবন রক্ষার্থে তাঁর নিজের জীবনের ওপর বড় ঝুঁকি নিতেও পিছপা হতেন না তিনি। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। কিন্তু কেন? কারণ বাঘের থাবায় আছে প্রচণ্ড জোর। বাঘ তার থাবা দিয়ে একবার আঁচড় দিলেই গ্যাংগ্রিন হয়ে মানুষ মৃত্যুর কোলে পর্যন্ত ঢলে পড়তে পারে। এসব জানা সত্ত্বেও তিনি নিজের জীবন বাজি রেখে ‘‘তাল্লা-দেশের মানুষখেকো’’, ‘‘মোহনের মানুষখেকো’’, ‘‘থাক-এর মানুষখেকো” এবং ‘মুক্তেশ্বরের মানুষখেকো’র মতো ভয়ংকর সব মানুষখেকো শিকার করেছিলেন। জিম করবেটের শিকার ও ভারতের বন্যপ্রাণী সম্পর্কে যে বিপুল অভিজ্ঞতা, সে তুলনায় তাঁর লিখিত রচনার পরিমাণ বেশ কমই বলা যায়। নৈনিতালে তাঁর বন্ধুর ছোট্ট প্রেসে ছাপা প্রথম বই “জাঙ্গল স্টোরিজ” ছাপা হয়েছিল মাত্র ১০০ কপি, তাও বিক্রি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। এরপর জিমের গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র ছয়।

আর মৃত্যুর সত্তর বছর পরেও তাঁর শিকার-কাহিনীগুলো এখনও বেস্টসেলার। অথচ সে অর্থে পেশাদার লেখক হবার কোনো বাসনা ছিল না তাঁর। অধিকাংশ রচনাই ঘটনার বিশ, তিরিশ কিংবা চল্লিশ বছর পর লেখা। ১৯০৭ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তিন দশক ধরে রাতের পর রাত হিংস্র শ্বাপদের সন্ধানে কেটেছে জিম করবেটের। একাধিকবার প্রায় অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। তাঁর মতে শিকার তখনই মান্যতা পায় যখন তা হয় সাধারণ নিরীহ মানুষের প্রাণ রক্ষার স্বার্থে। সুস্থ বাঘেরা সবসময় মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। তাদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও মানুষের মাংসের প্রতি অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বাঘেরা মূলত মানুষখেকো হয়ে ওঠে বয়সের ভারে শিকার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ‘চম্পাবতের বাঘিনী’র মতো আরো অনেক বাঘ তাদের বাস্তুতন্ত্রের ওপর শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী চলমান ধ্বংসযজ্ঞের ফলেও “মানুষখেকো” হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যেই ৮০ হাজারের অধিক বাঘকে কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যেই হত্যা করা হয়েছে। বিগত শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষের ৬৭ শতাংশ এলাকা হতে বাঘ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই বাঘকে “নিষ্ঠুর ও রক্তপিয়াসী” বলতে ঘোরতর আপত্তি ছিল করবেটের। তাঁর ভাষায়, “বাঘ উদারহৃদয় ভদ্রলোক। সীমাহীন তার সাহস। যে দিন বাঘকে বিলোপ করে দেওয়া হবে, যদি বাঘের সপক্ষে জনমত গড়ে না ওঠে বাঘ লোপ পাবেই, তা হলে ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রাণীর বিলোপে ভারত দরিদ্রতরই হবে।”

জিম করবেট সারা জীবন কাজ করে গেছেন ভারতবর্ষে বাঘেদের জন্য অভয়াশ্রম তৈরির উদ্দেশ্যে। ১৯৩৮ সালের ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় “থাক-এর মানুষখেকো” বাঘিনী শিকারের মধ্য দিয়ে জিম করবেট তাঁর শিকারি জীবনে ইতি টেনেছিলেন। আজ পর্যন্ত মানুষখেকো প্রাণীদের নিয়ে লেখা গল্পগুলোর মধ্যে এক অন্যতম নাটকীয় গল্প হলো ‘থাক-এর মানুষখেকো’কে নিয়ে লেখা গল্পটি। শিকারি জিমের আড়ালে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে এক চিরকিশোর। ফাটা নল গাদা বন্দুক নিয়ে যে একাই ঘুরে বেড়ায় বনে-পাহাড়ে। নকল করে পশুপাখির ডাক। আয়া-খানসামাদের কাছ থেকে শেখে হিন্দুস্থানি ও দেশি পাহাড়ি ভাষা। স্কুলের পর আর উচ্চশিক্ষার সুযোগ হয়নি। ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কিন্তু বাড়িতে একগাদা লোকের অন্ন সংস্থানের জন্য যেতে হয় বিহারের মোকামাঘাটে।

২১ বছর ধরে মোকামাঘাটে রেল কোম্পানির হয়ে কুলির ঠিকাদারি। বয়সের ধর্মে ভাল লেগেছিল শ্বেতাঙ্গিনী এক কিশোরীকে। কিন্তু মা ও দিদির প্রবল বাধায় শুকিয়ে যায় সেই প্রেমের কলি। ব্যক্তিগতভাবে আমার সেরা মনে হয় ‘মাই ইন্ডিয়া’য় তাঁকে ঘিরে থাকা দরিদ্র-অন্ত্যজ মানুষগুলোকে নিয়ে তাঁর লেখাগুলো। অন্ত্যজ শ্রেণির কুলি সদার চামারি শেষ নিঃশ্বাস ফেলে জিমেরই হাত ধরে। বলে, ‘‘পরমেশ্বর, আমি আসছি’’। শেষযাত্রায় উপস্থিত কাশীর এক মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। এই ২০২৫ সালেও এ ঘটনাকে মনে হয় “বিপ্লব”। এ ছাড়া “লালাজি”, বুদ্ধ, ডাকু সুলতানা প্রতিটিই যেন উজ্জ্বল হীরক খণ্ড। কেউ কেউ মোকামাঘাট ও গাড়োয়াল-কুমায়ুনের দরিদ্র অন্ত্যজনের প্রতি জিমের দরদকে প্রশংসা করলেও সেটাকে “দরদী প্রভু ও অনুগত প্রজা’’ সম্পর্কেই বেঁধে রাখার পক্ষপাতী।

১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে তাঁর বোন ম্যাগিকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্ণৌ হতে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন করবেট। সেখান থেকে এসএস অ্যারোন্দা জাহাজে মোম্বাসা এবং সেখান থেকে নাইরোবি হয়ে নায়েরি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তিনি এবং তাঁর বোন ম্যাগি। ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তাঁর লেখা চিঠিগুলো হতে প্রকাশ পেয়েছিল যে, তাঁর ভয় ছিল স্বাধীন ভারতে হয়তো তাঁর ওপরে অত্যাচার নেমে আসবে এবং সাদা চামড়ার হওয়ায় তিনি হয়তো সুবিচার পাবেন না। লক্ষ্ণৌতে যাঁরা সেদিন করবেটকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তাঁরা কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। তাঁর প্রিয় ভারতভূমি ছেড়ে যাবার আগে নৈনিতালের বাড়ি বিক্রি করে তাঁর বহুদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী রাইফেল ও বন্দুকগুলো গভীর জঙ্গলে ‘‘সমাধিস্থ’’ করে এসেছিলেন। ৭৯ বছর বয়সে ১৯৫৫ সালের ১৯ এপ্রিল কেনিয়ার নায়েরিতে হার্ট অ্যাটাকে জীবনাবসান ঘটে জিম করবেটের। এই সেদিন ১৯ এপ্রিল চলে গেল। করবেট সাহেবের মৃত্যুরও ৭০ বছর হয়ে গেল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত ধরেই ভারতে এগিয়ে চলেছে “প্রজেক্ট টাইগার”।

ভারতীয় উপমহাদেশের ঘন জঙ্গলগুলোর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে নানা কিংবদন্তি ও উপকথা। যার অধিকাংশই হয়তো মানব মনের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু জিম করবেটের জীবন ছিল এমনই এক প্রকৃত কিংবদন্তি, যার কোনো অংশই কল্পনাপ্রসূত নয়। তাঁর পদচারণার ফধ্বনি আজও ভারতীয় উপমহাদেশের ঘন শ্বাপদসংকুল জঙ্গলগুলোতে প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। মনে রাখতে হবে ছোটা হলদোয়ানি-কালাধুঙ্গির সাধারণ মানুষ জিমকে “শ্বেতাঙ্গ সাধু” হিসাবেই দেখত। খুব গোঁড়া পরিবারেও জিমের সামনে মহিলাদের আসায় কোনও “পর্দা” ছিল না। মোকামাঘাটে থাকার সময় স্থানীয় কুলিদের সঙ্গে মিশেছেন। স্কুল করে দিয়েছেন তাঁদের ছেলেদের পড়ার জন্য। হকি ও ফুটবল টিম গড়ে খেলেছেন এই ‘নেটিভ’দের সঙ্গেও। নৈনিতাল, কালাধুঙ্গি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ঘর-জমি দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের, এমনকী মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর খাজনা পর্যন্ত দিয়ে এসেছেন। স্থানীয় মানুষরা কষ্ট পাবে ভেবে প্রায় নীরবে নিঃশব্দে এ দেশ ছাড়েন জিম ও তাঁর দিদি ম্যাগি। ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। আর তাঁরা ভারত ছাড়লেন ওই বছরই নভেম্বরে। ২১ নভেম্বর নৈনিতালের গার্নি হাউস বিক্রি হয়ে গেল। তার ক’দিনের মধ্যেই বাড়ির বাগানে একটি গাছের চারা রোপণ করে ও জঙ্গলে বন্দুকগুলো “সমাধিস্থ” করে চিরদিনের মতো ভারত ছাড়লেন জিম ও ম্যাগি। লখনউ স্টেশনে সাহেবকে বিদায় জানাতে এসে কেঁদে ফেলে রাম সিংহ। জিম ও ম্যাগির চোখও শুদ্ধ ছিল না। সাগরপাড়ি দিয়ে জাহাজ মোম্বাসা পৌঁছায় ১৫ ডিসেম্বর। করবেটরা সেখান থেকে যান নাইরোবি। পরে আস্তানা গাড়েন নিয়েরে। জার্মানদের হাত থেকে দখলমুক্ত হয়ে ওই অঞ্চল তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ।

দু’টি বিশ্বযুদ্ধের সূত্রে ও পরে লন্ডন-সহ ব্রিটেন সফর করলেও জিম বা ম্যাগি কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না খাঁটি ইওরোপিয়ানদের সঙ্গে। আসলে ‘‘ডোমিসাইল্ড ইংলিশ” হিসাবে কোথাও একটা হীনমন্যতা হয়তো ছিল। কারও কারও অভিমত, সিপাহি বিদ্রোহের ‘‘ভূত’’ ঘাড় থেকে নামেনি। আশঙ্কা ছিল, স্বাধীন ভারতে নতুন শাসক শ্রেণি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, করবেট সাহেবের বাবা সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহিদের হাতে মারা গিয়েছিলেন। তাই, সাত-পাঁচ ভেবে সে জন্যই ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত।

বন্ধু ব্র্যান্ডারকে চিঠিতে লিখছেন, “দ্য ইন্ডিয়া দ্যাট ইউ অ্যান্ড আই লাভড হ্যাজ বিন স্যাক্রিফাইজড অন দ্য অলটার্স অফ অ্যাম্বিশান অ্যান্ড গ্রিড।” এই চিঠি গার্নি হাউস ছাড়ার এক মাস আগে লেখা। শান্তি পুরো পাননি নিয়েরেতে গিয়েও। ১৯৫৪ সালের ১৭ নভেম্বর জেফরি জে কাম্বারবেলকে লিখছেন, “দ্য জ্যাকারান্ডাজ আর ইন ফুল ব্লুম, অ্যান্ড আ ফিউ মাইলস অ্যাওয়ে বন্ধস আর বাস্টিং। হিউম্যান বিয়িংস আর নেভার হ্যাপি আনলেস দে আর ফাইটিং...।’’ নিজের রাইফেলগুলো নৈনিতালের জঙ্গলে পুঁতে এলে কী হবে, আফ্রিকাতে এসেও গুলিগোলার আওয়াজ থেকে নিষ্কৃতি নেই জিমের। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভারতই ভাল ছিল। ম্যাগিকে বলেন। কিন্তু যাওয়া আর হয়নি। ভোরের পঞ্চচুল্লি, নন্দা, ত্রিশূলে আলোর অভিষেক দেখে বড় হয়ে ওঠা জিম ১৯৫৫ সালের ১৯ এপ্রিল ঘুমিয়ে পড়েন চিরদিনের জন্য। ‘‘আমার ভারত’’ থেকে অনেক দূরে। আফ্রিকায়। এ ট্র্যাজেডি শুধু জিমের নয়। প্রতিটি ভারতবাসীর। তিনি জিম করবেট। আয়ার্ল্যান্ড থেকে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসেছিলেন করবেটের পূর্বপুরুষ। ১৮৫৭সালে সিপাহি বিদ্রোহের আঁচ লেগেছিল এই পরিবারের গায়েও। সেই সূত্রেই নিতান্ত স্বপ্নবিত্ত এই পরিবার চলে আসে কুমায়ুনের নৈনিতালে। করবেটের মা মেরি জেন ছিলেন আগরার চার্লস জেমস ডয়েলের স্ত্রী।

বিদ্রোহী সিপাহিদের হাতে চার্লসের মৃত্যু ঘটে। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনটি শিশুসন্তান নিয়ে অকুলপাথারে পড়েন মেরি। কিছু দিন পর মুসৌরিতে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। হয় ক্রিস্টোফার উইলিয়াম করবেটের। ক্রিস্টোফারও তখন তিনটি সন্তান নিয়ে বিপত্নীক। ১৮৫৮ সালে ক্রিস্টোফার ও মেরি দু’তরফের ছ’টি সন্তান নিয়ে শুরু করেন নতুন সংসার। মুসৌরি ও মথুরায় দু’বছর কাটিয়ে ১৮৬২ সালে করবেট পরিবার চলে আসে নৈনিতালে। তত দিনে সেনার চাকরি ছেড়ে পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়েছেন ক্রিস্টোফার। পরে বাড়ি করেন নৈনিতালে। জিম জন্মগ্রহণ করেন নৈনিতালেই।

বিশ্বযুদ্ধে যোগদান ও ব্যবসার সূত্রে বছরে মাস তিনেকের জন্য আফ্রিকায় যাওয়া ছাড়া জিমের জীবনের ৯০ ভাগই কেটেছে ভারতের (তৎকালীন সংযুক্ত উত্তর প্রদেশ) নৈনিতাল অঞ্চলে।

নভেম্বরের শেষে রীতিমতো কড়া শীত নৈনিতালে। আর শেষরাতেই ঠান্ডার কামড়টা সবচেয়ে প্রবল। রাম সিংহকে তৈরি থাকতে বলেছিলেন সাহেব। সময়মতোই এসে গিয়েছিল সে। দেখে, বাংলোর বারান্দায় পায়চারি করছেন সাহেব। হাতের টর্চটা জ্বেলে একটা বস্তার উপর ফেললেন। ইঙ্গিত করলেন বস্তাটা তুলে নিতে। কাঁধে তুলে রাম সিংহ বুঝল, বেশ ভারী বস্তাটা। কিন্তু কী আছে এতে, প্রশ্ন করল না।

প্রভুর আদেশ চিরদিন বিনা প্রশ্নে পালন করে এসেছে সে। কুয়াশা মোড়া ম্লান জ্যোৎস্নায় থমথম করছে নির্জন বনস্থলী। এই গাছপালা, এই নির্জনতা আর কত দিন থাকবে কে জানে?

সব কিছু বড় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আর সে জন্যই তো তিন পুরুষের বাস উঠিয়ে চলে যাওয়ার কঠোর সিদ্ধান্তটা নিতে হল। বারান্দায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। রাম সিংহ তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে সাহেবের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়। সাহেব আঙুলটা তুলে ইঙ্গিত করলেন বনের দিকে। শীতের শেষরাতে ভিজে ঘাসপাতা মাড়িয়ে তিন জোড়া পা চলল জঙ্গলের গভীরে। অ্যাকাশিয়া, ওক আর বার্চের আড়ালে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে কখনও-সখনও উঁকি মারছে কৌতূহলী শুকতারা। সূর্য উঠে আকাশ রাঙা হতে এখনও অনেক দেরি। প্রায় মিনিট চল্লিশ হাঁটার পর জঙ্গল যেখানে বেশ ঘন, একটা বড় গাছের নীচে রাম সিংহদের দাঁড়াতে বললেন সাহেব। আরও একটু ভিতরে ঘন ঝোপের মধ্যে টর্চের আলো ফেললেন। দুটো বড় পাথর দিয়ে জায়গাটা চিহ্নিত করাই ছিল। সাহেব এ বার বললেন বস্তাটা খুলতে। ভিতর থেকে বেরোল শাবল, কোদাল, তিনটে রাইফেল ও দুটো শটগান। অনেক দিন আগে সেই ১৯২৬ সালে এরই একটা রাইফেল অবসান ঘটিয়েছিল রুদ্রপ্রয়াগের চিতাবাঘের আতঙ্কের। গর্তটা বেশ গভীর করে খোঁড়ার পর সাহেব একবার দেখে নিলেন। হাতে তুলে নিলেন একটা একটা করে আগ্নেয়াস্ত্র। পরম আদরে চুমু খেলেন। তারপর নিজের সন্তানের মতো যত্নে সেগুলোকে একে একে নামিয়ে দিলেন গর্তের মধ্যে। রাম সিংহ হাউহাউ করে কাঁদছিল। সাহেব ওর মাথায় হাত রাখলেন। গর্তটা ভরাট করা হল। সাহেব এ বার নৈনিতালের গার্নি হাউস-এর দিকে পা বাড়ালেন দুই সঙ্গীকে নিয়ে।

শিকার করা, শিকার-কাহিনি লেখা ছাড়াও তিনি লিখেছেন ‘মাই ইন্ডিয়া’র মতো বই। যে বইয়ের ছত্রে ছত্রে মিলবে ব্রিটিশ রাজের গুণকীর্তন নয়, দুঃখী ভারতবাসীর কথা। তাঁর মৃত্যুর সাত দশক পরে তাই বারবারই প্রশ্ন গুঞ্জরিত হয়- জিম যদি ভারতবর্ষকে এতটাই ভালবেসে থাকেন, তবে কেন “বাণপ্রস্থ” নিয়ে আফ্রিকায় চলে গেলেন তিনি? তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠকেরা প্রশ্ন না তুললেও নামজাদা কিছু শিকারি কিন্তু সন্দেহের কাঁটা বিদ্ধ করতে ছাড়েননি জিম করবেটকে।

ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর একটি লেখায় পাই ১৯৫৬ সালে নৈনিতালে গিয়ে মিস্টার বেনসন নামে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিকারির দেখা পান তিনি। জিমের খ্যাতি তখন তুঙ্গে। বই বিক্রি হচ্ছে হু হু করে। জানা গেল, বেনসন জিমের থেকেও বেশি সংখ্যায় বাঘ মেরেছেন এবং ভারত সরকার নরখাদকের উপদ্রব হলেই তাঁকে ডাকেন।

এই সাহেবের কাছে জিম করবেটের নাম করতেই বিদ্রুপের স্বরে তিনি বলে উঠলেন- “ইয়েস করবেট। হি রাইটস আ লট। হাঃ হাঃ হাঃ।” অর্থাৎ জিমের লেখায় অনেক জল আছে। আর তাতেই তাঁর জনপ্রিয়তা। শুধু বেনসন নয়, ভারতে ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রথম অধিকর্তা কৈলাস সাংখালাও জিম করবেটকে প্রকারান্তরে ধাপ্পাবাজ বলতে ছাড়েননি। জিমের জোর তাঁর মিতকথন ও অরণ্যের প্রতি, অরণ্যসংলগ্ন সকল প্রাণীর প্রতি একশো শতাংশ প্রেম। কয়েক বছর ধরে মাইলের পর মাইল দৌড় করানো রুদ্রপ্রয়াগের চিতা যে দিন তাঁর রাইফেলের গুলিতে মারা পড়ল তখন তাঁর লেখায় কোথাও নেই জয়ীর গর্ব। সাফল্যের উল্লাস। শুধু তাঁর মনে হল, নিরীহ দরিদ্র পাহাড়ি মানুষগুলোকে নরখাদকের আতঙ্ক থেকে তিনি মুক্তি দিতে পেরেছেন। এটা ছিল তাঁর ‘‘কর্তব্য’’। নিরাবেগ কলমের আঁচড়ে জিম লিখছেন রাত দশটায় গুলি চালিয়েছি। কয়েক ঘণ্টা পরে চাঁদ উঠল। গাছের মগডালে উঠলাম, কিন্তু ছড়ানো ডালপালার জন্য ঠিক দেখতে পেলাম না। আবার মাচানে নামলাম। কিন্তু এখান থেকেও পাহাড়ের যে দিকে চিতা বাঘটা গেছে বলে মনে হল সে দিকটা দেখা যাচ্ছিল না। তখন বাজে রাত তিনটে। দু’ঘণ্টা পরে চাঁদ অস্ত যেতে থাকল। গাছ থেকে নামলাম। ছাগলটা বন্ধুসুলভ গলায় ডেকে আমাকে অভ্যর্থনা করল। ছাগলটার পিছনে একটা লম্বা পাথরের ওপর এক ইঞ্চি চওড়া রক্তের দাগ। যে সতর্কতা সাধারণত মাংসাশী পশুর রক্তের দাগ অনুসরণ করতে অবলম্বন করতে হয়। আমি তা উড়িয়ে দিলাম। রাস্তা থেকে নামলাম, পাথরের অন্য পাশে রক্তের দাগ দেখলাম। পঞ্চাশ গজ অবধি অনুসরণ করলাম। দেখলাম চিতাবাঘটা মরে পড়ে আছে।

শনাক্ত করার মতো কোনও দাগ দেখা যাচ্ছিল না। তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ হয়নি যে এটাই সেই আছে।

শনাক্ত করার মতো কোনও দাগ দেখা যাচ্ছিল না। তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ হয়নি যে এটাই সেই নরখাদক। এ কোনও পিশাচ নয় যে রাতের প্রহর ধরে আমাকে লক্ষ করছে। ওকে কাবু করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিঃশব্দ পৈশাচিক হাসিতেও গড়াগড়ি দিয়েছে। সেই সুযোগের আশায় ঠোঁট চেটেছে, যখন আমাকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে আমার গলায় দাঁত বসাবে।

এখানে পড়ে আছে একটা বুড়ো চিতাবাঘ। ভারতে সবার চেয়ে ঘৃণ্য ও সন্ত্রাস সঞ্চারকারী জন্তু। যার একমাত্র অপরাধ প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু মানুষের নিয়মের বিরুদ্ধে সে মানুষের রক্তপাত করেছে। মানুষকে আতঙ্কিত করার জন্য নয়, শুধু নিজের প্রাণরক্ষার জন্য। সে এখন গর্তের ধারে থুতনি রেখে শুয়ে আছে। চোখ দুটি আধবোজা, তার শেষ ঘুমে শান্তিতে মগ্ন।

ভারতে দেশিয় রাজন্যদের “শিকার খেল” নতুন কিছু নয়। এ দেশে ব্রিটিশরাজ কায়েম হওয়ার পর লাট-বেলাটের দলও শৌর্য্যের প্রতীক হিসাবে বিরাট দলবল নিয়ে গিয়ে অরণ্যে শ্বাপদ নিধনে মেতেছেন। পরবর্তী জীবনে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেও তথ্য হিসাবে উল্লেখ করা দরকার যে এমন শিকারে রাজপুরুষদের সঙ্গ দিতে হয়েছে জিমকেও।

‘‘ডোমিসাইল্ড ইংলিশ’’ জিম নিজের প্রভাব বাড়াতে রাজপুরুষদের তুষ্ট রাখতে চাইতেন এমন কথাও উঠেছে। তবে জিম ব্যাপারটা যে পরবর্তী জীবনে প্রসন্ন চিত্তে। মানতে পারেননি সেটাও সত্য। জিমের নামেই এ দেশে প্রথম ন্যাশনাল পার্ক। ১৯৫৭ সালের আগে ছিল হেলির নামে। অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের অনেকেই আজ মনে করেন ভারতে এই সংরক্ষণের অগ্রপথিক জিম করবেটই। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে জিমের আগে সংরক্ষিত অরণ্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন দুই ব্রিটিশ ফরেস্ট অফিসার। ই আর স্টিভেন্স এবং তারপর ই এ স্মাইথস। যথাক্রমে ১৯১৬ এবং ১৯১৭ সালে। কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজপুরুষ পারসি উইন্ডহ্যাম সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। জিম করবেটকে নিয়ে বিতর্ক থাক। তবে তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ সত্তর বছর পর জিমের রচনা ও তাঁর জীবনী নতুন করে নেড়েঘেঁটে মনে হচ্ছে “কার্পেট সাহেব”-কে নিয়ে নতুন করে চর্চা হওয়া প্রয়োজন। শুধু শিকার-কাহিনির লেখক হিসাবে জিমের পরিচয় খণ্ডাংশ মাত্র। তিনি ভারতের “ব্যাঘ্র সংরক্ষণ”-এর অগ্রদূত। বন্যপ্রাণীদের পরমাত্মীয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলা রেল পুলিশের হাতে গাঁজা সহ এক যুবক আটক করা হয়।

বাংলাদেশের বন্দরে গভীর রাতে বুড়া-বুড়ির বাড়ীতে হামলা, থানায় তুলে নিয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৮ ।। বাংলাদেশের বন্দরে ইট ভাটার মাটি কাটতে না দেয়ায় নিরিহ নিরপরাধ স্বামী স্ত্রীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী ও বাড়ী ঘরে ব্যাপক হামলা ও ভাংচুরের গুরুত্বর অভিযোগ পাওয়া গেছে। বন্দর থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ইট ভাটা মালিকের সন্ত্রাসী বাহিনী এই হামলা ও ভাংচুরের নেতৃত্ব দিয়েছে বলে ভূক্ত ভুগিরা জানিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৯ এপ্রিল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় এতে ইট ভাটার মালিক আমাদের উপর ক্ষীপ্ত হয়ে আমাদের প্রানে মেরে ফেলার জন্য আলমগীর নানা ষড়যন্ত্রের ফাদ পাততে থাকে। আর এ কাজে থানা পুলিশকে সে ম্যানেজ করে তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে আমাদের জীবন শেষ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। গত ২০ এপ্রিল রবিবার রাত সাড়ে ১২টা থেকে গভীর রাত ৩টা পর্য্যন্ত বন্দর থানার দারোগা জলিল, শরীফ ও বন্দর কামতাল ফাড়ির দারোগা মনির সহ প্রায় আমাকে উপর্য্যুপরি ৪টি বেত্রাঘাত করে। তখন আমি পুলিশের হাতে পায়ে ধরে কোন মতে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেলেও গভীর রাত ৩টায় আমার স্বামী আঃ বাতেন (৬০)কে জোরপূর্বক বন্দর থানায় নিয়া যায়। থানায় নিয়ে ব্রিক ফিল্ডের মালিক আলমগীরের ম্যানেজার মজিবরকে বাদী বানাইয়া আমাদের বিরুদ্ধে বন্দর থানায় ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ২০২৩ এর ১০/১৩/১৬ ধারায় একটি মিথ্যা মামলা নং-২৪(৪)২৫ দায়ের করেন। বন্দর থানার পুলিশ আমার স্বামীকে ২০ এপ্রিল ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন সহ নারায়ণগঞ্জ আদালতে প্রেরন করলে বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে রিমান্ডের আবেদন না-মঞ্জুর পূর্বক জামিন প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে গত ২২ এপ্রিল আমি বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করলে মহামান্য আদালত আমাকেও জামিন প্রদান করেন।

এখন প্রশ্ন হলো আমাদের কি অপরাধ? কেনই বা আমাদের উপর হামলা মামলা ও গ্রেফতার করা হলো? বর্তমানে আমরা আদালত থেকে জামিন নেয়ার পর এ ঘটনায় বন্দর থানায় মামলা করতে গেলে ব্রিক ফিল্ডের মালিক আলমগীরের দাপটের কারনে পুলিশ কোন মামলা নিচ্ছে না।

নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার জাঙ্গাল এলাকায়।

জানা গেছে, বন্দরের জাঙ্গালের বাকদোবাড়িয়া এলাকায় অবস্থিত ৩টি ব্রিক ফিল্ডের মালিক মোঃ আলমগীর হোসেন। সে সাধারন মানুষের জমি জোর পূর্বক দখল করে মাটি কেটে ইট ভাটা পরিচালনা করে আসছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জের আদালতে বেশ কয়েকটি দেওয়ানী মামলা চলমান রয়েছে।

ভূক্ত ভোগী বন্দরের জাঙ্গাল এলাকায় বৃদ্ধা মহিলা মিনারা বেগম মিনু জানান, আমার জমি জমার বিভিন্ন ভূয়া কাগজপত্র সৃজন করে ইট ভাটার মালিক আলমগীর জোর পূর্বক দখল করে মাটি কাটার চেষ্টা চালায়। আমি ও আমার পরিবার এতে জোরালো আপত্তি করি এবং আমার স্বামী তার বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জ আদালতে একাধিক দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। ২৫ জন পুলিশ আমার বাড়ীর চারদিকে ঘেরাও করে রাখে। এসময় ব্রিক ফিল্ডের মালিক আলমগীরের প্রায় ২০/২৫ জনের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী বাহিনী দা, সাবল, বটি, খুন্তি, কুড়াল সহ দেশীয় অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে বাড়ীর গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে ব্যাপক হামলা ভাংচুর ও লুটপাট চালায়। পরবর্তীতে বন্দর থানা পুলিশ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে আমাকে ও আমার বৃদ্ধ স্বামীকে জোর পূর্বক থানার পুলিশ ভ্যানে তুলতে চায়। বন্দর থানা পুলিশ কোন মামলা ছাড়াই বিনা ওয়ারেন্টে টানা হেচরা করে আমাদেরকে থানায় নিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় আমি মামলা ছাড়া বিনা ওয়ারেন্ট আমাদের কেন থানায় নিয়া যাবেন জানেত চাইলে আমাকে ও আমার স্বামী আঃ বাতেন (৬০) কে বেধম প্রহার করেন। আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা হওয়া স্বত্তেও পুলিশ তাই আমি আদালতে প্রতিকার চেয়ে ন্যায় বিচার পাওয়ার আশায় মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছি। আমি এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

আর জি কর কাণ্ডে আদালতে সিবিআইয়ের তৃতীয় ''স্টেটাস রিপোর্ট''

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় শিয়ালদহ আদালতে তৃতীয় ''স্টেটাস রিপোর্ট'' জমা দিল সিবিআই। তদন্তকারীদের একাংশের সূত্রে খবর, স্টেটাস রিপোর্টে নতুন করে ১২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের উল্লখ করা হয়েছে। নজরে রাখা হয়েছে ২০০টি ভিডিও ক্লিপের উপরেও।

এর আগে আদালতে তিন পাতার ''স্টেটাস রিপোর্ট'' জমা দিয়েছিল সিবিআই। তদন্তকারীরা তখন জানিয়েছিলেন, নতুন ২৪ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। হাসপাতালের আরও কিছু জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নতুন করে তিন জনের কল ডিটেলস দেখা হচ্ছে বলেও আগের রিপোর্টে জানানো হয়েছিল।

গত ১৬ এপ্রিল সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মন্ডলকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর জি কর-কাণ্ডে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলায় দু''জনকেই গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই সময়মতো চার্জশিট জমা দিতে পারেনি।

বিশিষ্টদের পদ্ম পুরস্কার রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল আগেই, এবার তুলে দেওয়া হলো পুরস্কার। আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হলো প্রাপকদের হাতে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে।

হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশের প্রতিবাদ মিছিল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশ প্রতিবাদ মিছিল করলেন। নেতৃত্বে ছিলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম।

বিকাশরঞ্জনবাবুর চেম্বারের বাইরে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের সুপারনিউমেরারি পদ নিয়ে নির্দেশের পরেও উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ মামলার কোনও অগ্রগতি হয়নি হাইকোর্টে। এজন্য বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সঙ্গে আইনজীবী বিকাশরঞ্জনের ''আঁতাঁত'' রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা।

এরই প্রতিবাদে সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে পাল্টা মিছিল বার হয়। বিকাশবাবু বলেন, 'আইনজীবীদের ভয় দেখানোর চেষ্টার মাধ্যমে গোটা বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত এবং কলঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ওরা ভেবেছিলেন ভয় দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দেবেন, ওরা জানেন না পশ্চিমবঙ্গের আইনজীবীদের। গুন্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে আইনজীবীদের দমানো যায় না, সেটা সেদিনই প্রমাণিত হয়েছে।' আরও একধাপ এগিয়ে শুক্রবারের ঘটনার জন্য তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে আক্রমণ করে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, 'কুণালই রয়েছে এর পিছনে। এর আগেও ও জেলে গিয়েছিল, আবারও জেলে যাবে!'

৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): ৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। সোমবার বিকেলে জানিয়ে দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ৭ মে বেলা সাড়ে ১২টায় ফল ঘোষণা হবে। দুপুর ২টো থেকে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপে রেজাল্ট দেখা যাবে। একইসঙ্গে রেজাল্ট ডাউনলোডও করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। ৮ মে মার্কশিট ও শংসাপত্র দেওয়া হবে।

দুর্গাপুরে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, বেসরকারি হাসপাতালে যুবকের মৃত্যু

দুর্গাপুর, ২৮ এপ্রিল (হি .স.) : চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে উত্তাল দুর্গাপুরের শোভাপুর। সোমবার এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় নিরঞ্জন দেওয়াসি (৩২) নামে এক যুবকের। ঘটনার পর বিচার চেয়ে হাসপাতালের গেটের সামনে বিক্ষোভে বসে পড়েন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। জানা গেছে, কাঁকসার গাংবিল গ্রামের বাসিন্দা নিরঞ্জন দুর্গাপুরের একটি ইস্পাত কারখানার ঠিকাশ্রমিক ছিলেন। কাজে গিয়ে বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে রবিবার রাতে স্থানান্তরিত করা হয় শোভাপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালে। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের।

পরিজনদের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে নিরঞ্জনের। তাঁরা দাবি করেন, রাতভর দেখতে দেওয়া হয়নি নিরঞ্জনকে। সকালে জোর করে হাসপাতালে ঢুকে তাঁকে রক্তাক্ত ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। এরপরই মৃত্যুর ঘোষণা করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও মন্তব্য মেলেনি। উল্লেখ্য, ওই বেসরকারি হাসপাতাল আগেও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে বিতর্কে জড়িয়েছে। গত ১৮ এপ্রিলও একই ধরনের অভিযোগ ওঠে।

বর্ষার মুখে বিকল্প রাস্তা তৈরি করে দুর্গাপুর ব্যারাজ সেতু সংস্কার, যাত্রিবাহী বাস চলাচলে ঝুঁকির শঙ্কা

দুর্গাপুর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বর্ষার আগেই দামোদর নদীর গর্ভে বিকল্প রাস্তা তৈরি করে শুরু হয়েছে দুর্গাপুর ব্যারাজ সেতুর সংস্কার। প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিকল্প সড়কে যান চলাচলে ঝুঁকি থাকায় বাস মালিক সমিতি আপত্তি জানিয়েছে। ১৯৫৫ সালে তৈরি হওয়া ব্যারাজ সেতুটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছানো এই সেতুর সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছিল। ব্যারাজের ডাউনস্ট্রিমে ৫.৫ মিটার চওড়া, ১.২ কিমি দীর্ঘ বিকল্প রাস্তা তৈরি হলেও সেখানে জল জমে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। নদীর দুই পাড়ে রাস্তা উঠানামার ঢাল বেশি হওয়ায় গাড়ি চলাচলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি ফাল্গুনী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিকল্প রাস্তা ঝুঁকিপূর্ণ, ফলে বাস চালানো সম্ভব নয়। দুর্গাপুর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রতন আগরওয়াল বিকল্প সেতুর প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। সোমবার সরজমিন পরিদর্শনে গিয়ে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, কিছু জায়গায় জল ওঠার সমস্যা হলেও যান চলাচলে বড় ধরনের সমস্যা হবে না। ১৫ জুনের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সংস্কারের কাজ শেষ করা হবে, বাকি বর্ষার পরে সম্পন্ন হবে।

কাশ্মীর ও মুর্শিদাবাদে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল

বাঁকুড়া, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : কাশ্মীরের পহেলগাঁও ও মুর্শিদাবাদে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে বাঁকুড়া শহরে সোমবার বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত হিন্দু সংগঠনের মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ দলমত নির্বিশেষে অংশ নেন। মিছিলে বাঁকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নীলাদ্রি দানা-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। নতুনচটি পাঁচবাগা থেকে মিছিল শুরু হয়ে কলেজ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। আয়োজকরা জানান, দেশে হিন্দুদের উপর ক্রমবর্ধমান হত্যা, নির্যাতন এবং তথাকথিত সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যালঘু তোষণের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের গর্জে ওঠার সময় এসেছে। তারা একে আত্মমর্য্যাদার লড়াই হিসাবেও অভিহিত করেন।

নদী-খাল পলি সংস্কারে এক টাকাও দেয়নি কেন্দ্র : মানস ভুঁইঞা

দুর্গাপুর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : নদী-খাল-বিলের পলি সংস্কারে ২০১৪ সালের পর কেন্দ্র এক পয়সাও দেয়নি, অভিযোগ করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইঞা। সোমবার দুর্গাপুর ব্যারাজের বিকল্প সড়ক পরিদর্শনে এসে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্য সরকার নিজস্বভাবে নিখরচায় পলি কাটার কাজ শুরু করেছে। বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে পলি কেটে রয়্যালটি ও প্রিমিয়াম রাজ্য কোষাগারে জমা হবে।

মন্ত্রী আরও জানান, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায় ইতিমধ্যে প্রকল্প শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর ব্যারাজে পলি জমে জলধারণ ক্ষমতা ৫২ শতাংশ কমেছে, ফলে বর্ষায় দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্রের উদাসীনতায় রাজ্য নিজস্ব উদ্যোগেই সমস্যা সমাধানে এগোচ্ছে বলে জানান তিনি।

মধ্যপ্রদেশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির, মৃত্যু ৪ জনের

ধার, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। সোমবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার ইন্দোর-আহমেদাবাদ মহাসড়কে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে, দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধার-এর পুলিশ সুপার রবীন্দ্র ভাস্কেলের মতে, জেলা সদর দফতর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ভালওয়াড়ি গ্রামের কাছে সকাল ৭টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সুপার বলেন, গাড়িটি পেছন থেকে ট্রাকটিকে ধাক্কা মারে এবং ঘটনাস্থলেই চারজন আরোহীর মৃত্যু হয়। নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে।

CORRIGENDUM

Please read "Radiology & Imaging Technologist" instead of "Radiology & Imagine Technologist" under Sl. No. 02 at Column No. 02 as well as number of vacancies of "SC - 5" instead of "SC - 6" under Sl. No. 2 at Column No. 03 issued vide this Directorate employment Notification No. F. 2(1-300)-DHS/Estt-II/2025 dated 23-04-2025.
ICA/D/4.1/25

Prof. (Dr.) Tapan Majumdar
I/C, Director of Health services
Government of Tripura Agartala

PNIT No.: 14/EE/CCD/PWD/2025-26,
Dated, 24th April, 2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
1. Name of work: Routine Maintenance of Type-II and III quarters at Capital Complex, Agartala during the year 2025-26 under Capital Complex Sub- Division No.I, PWD (Buildings), Agartala.
2. Estimated Cost: 24,22,640.00
3. Bid Fee: ?1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 15/05/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/296/25

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings) Agartala, West Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No. 17(1)/GA (GG)/2025/CMD/01
Dated, Agartala 24/04/2025

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) for Selection of System Integrator for Development, Implementation & Support of State Dashboard
A REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) is hereby invited on behalf of the Government of Tripura for Selection of System Integrator for Development, Implementation & Support of State Dashboard
The details of the REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) with the scope of the projects along with other details are made available (www.tripuratenders.gov.in).
on website
The last date and time of online submission of the tender documents is 15/05/2025 up to 5:00 pm.
All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the updates from the e procurement web portal only.
ICA/C/310/25

Deputy Secretary
GA (Good Governance)
Department Government of Tripura

Agartala Municipal Corporation

Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC invites online **percentage rate e-tender** in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document download-ing and bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/04/2025-26	2,74,009.00	5480.00	10(Ten) Days	Date : 01/05/2025 Time : 15:00 Hrs
02	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/05/2025-26	5,63,247.00	11,265.00	15(Fifteen) Days	Date : 01/05/2025 Time : 15:00 Hrs

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

PNIT NO: 02/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated-24/04/2025

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Amarpur Division, Government of Tripura invites item wise e-tender for procurement of the following stores from the eligible bidders in PWD form-8 Up to 05/05/2025 upto 15.00 Hours for the following work:

Sl. No.	NAME OF THE ITEM	EARNEST MONEY & BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Carrying of RD store materials with loading and unloading from RD Amarpur Divisional Store to RD Agartala, Udaipur, Santir Bazar, Satchand, Bishramganj & Teliamura Divisional store or RD Agartala, Udaipur, Santir Bazar, Satchand, Bishramganj & Teliamura Divisional Store to RD Amarpur Divisional Store, Gomati District, Tripura. DNIT No. - 05/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-24/04/2025	EMD: RS. 20,000.00 BID FEE: RS. 1,000.00 (Non refundable)	05/05/2025 upto 15.00 Hours	05/05/2025 At 15.30 Hours	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

ICA/C-313/25

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer RD Amarpur
Division Amarpur, Gomati Dist., Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/WR-III/UDP/2025-26

	Name of Work	ESTIMATED COST (in Rs)	EARNEST MONEY (in Rs)	BID FEE (in Rs)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 07/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,29,021.00	16,580.00	1,000	9 Months	Up to 15.00 Hrs on 13.05.2025	At 15.30 Hrs on 13.05.2025 (if possible)	Appropriate Class
2	DNIeT No. 08/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,62,352.00	17,247.00	1,000	9 Months			
3	DNIeT No. 09/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,29,021	16,580.00	1,000	9 Months			
4	DNIeT No. 10/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,08,596.00	16,172.00	1,000	9 Months			
5	DNIeT No. 11/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	7,75,563.00	15,511.00	1,000	9 Months			
6	DNIeT No. 12/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	7,75,563.00	15,511.00	1,000	9 Months			
7	DNIeT No. 13/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	7,75,563.00	15,511.00	1,000	9 Months			

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C 803/25

(Er. Rati Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘুমের ঘোরে সশব্দে নাক ডাকেন ? বাড়ছে স্ট্রোকের ঝুঁকি

ঘুমিয়ে পড়লেই নাক ডাকেন? এই অভ্যাস মোটেও ভাল নয়। সশব্দে নাক ডাকলে পাশে শুয়ে থাকা সঙ্গীরও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় আপনার নিজের। ঘুমের ঘোরে সশব্দে নাক ডাকার অভ্যাসকে চিকিৎসার ভাষায় 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' বলা হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা থাকলে এই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেই এই নাক ডাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, ৫০ বছর বয়সের আগেই যদি কারও নাক ডাকার সমস্যা শুরু হয়, এটি দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। অর্থাৎ নাক ডাকা আপনার মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই এই বিষয়টিকে ভুলেও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। সম্প্রতি স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সের ৭৬৬,০০০ প্রাপ্তবয়স্কদের ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়। এঁদের মধ্যে ৭,৫০০ জন ব্যক্তি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছিলেন। এই সমীক্ষাতে দেখা গিয়েছে ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে রাতে নাক ডাকার অভ্যাস ভবিষ্যতে হৃদরোগ ও স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' হল এমন একটি স্বাস্থ্য অবস্থা, যেখানে ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা তৈরি হয়। এর ফলে উচ্চস্বরে নাক ডাকা এবং ঘন ঘন নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। ১০ বছর ধরে সমীক্ষা চালানোর পর দেখা গিয়েছে, যাঁরা এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগেন, তাঁদের মধ্যে স্ট্রোকে ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি গবেষকেরা বলছেন, যে সব ব্যক্তি ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনে (এক প্রকার হৃদরোগ, যেখানে হৃদস্পন্দন অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক হয়) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচগুণ বেশি।

এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন, কিন্তু স্বীকার করতে চান না। কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া কোনও তুচ্ছ বিষয় নয়, যে আপনি অবহেলা করবেন। স্থূলতা, ধূমপান, মদ্যপানের মতো বিষয়গুলো স্লিপ অ্যাপনিয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। প্রথম থেকে সুস্থ লাইফস্টাইল মেনে চললে নাক ডাকা কমাতে পারেন।

অনেকেই একা ঘুমাবেন। সেক্ষেত্রে বোঝা যায় না যে, আপনি রাতে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন কিনা। ঘুম থেকে ওঠার পর গলা খুব বেশি শুকিয়ে যায়? তখন বুঝবেন আপনি স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত। এছাড়া স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত হলে সারাদিন ধরে ঝিমুনি ভাব, ক্লান্তি, মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। এছাড়া ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা ব্যথার মতো উপসর্গও দেখা দেয়।

নারকেলের চিনি শরীরের জন্য ভালো

চিনির লোভ এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। নামের মধ্যে যতটা মিষ্টি থাকুক না কেন শরীরে বা রক্তে কোথাও মিষ্টি থাকা একেবারেই ঠিক নয়। চিনি খেলে ওজন বাড়ে, সুগার হয়। আর নিয়মিত চিনি খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। রক্তে বিষাক্ত করে দিতে এই চিনির জুড়ি মেলা ভার। চিনিকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারলে সবচাইতে ভাল। চিনির পরিবর্ত হিসেবে বাজারে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। আর তাই এই চিনির পরিবর্তে নারকেলের চিনি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকে। তবে নারকেলের চিনি কতখানি স্বাস্থ্যকর, এই চিনি কি রোজকার ডায়েটে রাখা যেতে পারে? জেনে নিন

আখের রস থেকে চিনি তৈরি করা হয়। পুষ্টিবিদ লাভনীত বাত্রার মতে এই আখের রস থেকে তৈরি চিনির মধ্যে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৬০, যা খুবই বিপজ্জনক। এর ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে সেই সঙ্গে ইনসুলিন রেজিট্যান্স নষ্ট হয়ে যায়, বাড়ে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকিও। চিনির মধ্যে কোনও রকম ভিটামিন আর খনিজ থাকে না। ফলে শরীরের জন্য কোনও অর্থেই চিনি ভাল নয়। আখের রস থেকে চিনি তৈরি হয়, আবার স্টেভিয়া নামের গাছের পাতা থেকে সুগার ফ্রি তৈরি করা হয়। এবার মনে প্রশ্ন আসতে পারেই যে, নারকেলের চিনি আদতে কি?

নারকেলের ফুলের মধ্যে যে রস থাকে তা বাষ্পীভূত করেই তৈরি করা হয় নারকেলের চিনি। এই রস বাষ্পীভূত হয়ে যে ক্রিস্টাল তৈরি করা হয় সেখান থেকেই বানানো হয় চিনি। নারকেলের চিনির মধ্যে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স একেবারেই কম, মাত্র ৩৫। চিনির তুলনায় যা অনেক কম। আর নারকেলের তৈরি চিনি খেলে কমে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও।

নারকেল থেকে তৈরি এই চিনি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা চট করে বাড়ে না। এছাড়াও নারকেলের তৈরি চিনির মধ্যে থাকে শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড যেমন অ্যাসিটেট, বুটাইরেট এবং প্রোপিওনেট- যা ডায়াবেটিসের জন্য ভাল। আর নারকেলের মধ্যে থাকে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, জিঙ্ক, আয়রন, পটাসিয়াম, ফসফরাস, ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস, পলিফেনল। যে কারণে চিনির ছাড়া এই নারকেলের চিনি এত ভাল। তবে স্বাস্থ্যকর বলে যে এই চিনি প্রচুর পরিমাণে খাবেন তা একেবারেই নয়। এতে শরীরের ক্ষতি বেশি। রান্নায়, তরকারিতে এই চিনি ব্যবহার করতে পারেন।

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করা ভালো

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। দুধে রয়েছে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন এ, কে, ডি এবং আই, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়োডিন সহ অনেক পুষ্টিগুণ। এই কারণেই দুধকেও পরিপূর্ণ খাদ্য বা সুষম খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হাড় মজবুত করার পাশাপাশি মাংসপেশির বিকাশের জন্য দুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।দুধ পান করা জরুরি তা জানা থাকলেও অনেকেই জানেন না দুধ পান করার সঠিক সময় কোনটি?দুধ পান করার সঠিক সময় কি জানেন? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ভুল সময়ে দুধ পান করলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সমস্যা হতে পারে। তাই আর দেরি না করে জেনে নিন কখন দুধ পান করলে সুস্থ থাকবে শরীর।

কখন দুধ পান করা ঠিক?

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাবার খাওয়ার পরপরই দুধ পান করা উচিত নয়। শুধু তাই-ই নয়, এর পাশাপাশি দুধ খাওয়ার আগে টক জিনিস বা ফল, দই, টক জাতীয় খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবার খাওয়ার ৪০ মিনিট পর দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। উষ্ণ দুধ পান করুন হালকা গরম দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, বয়স্ক ব্যক্তিদের ঘুমনোর এক ঘণ্টা আগে দুধ পান করা উচিত। এর ফলে হজমে কোনও সমস্যা হয় না এবং পরিপারতন্ত্রের উপর চাপ পড়ে না। সেই সঙ্গেই হালকা গরম দুধ পান করলে অনেক রোগের ঝুঁকি এড়ানো যায়। এছাড়া সারাদিনের ক্লান্তিও দূর হয় এবং ভালো ঘুম হয়। খালি পেটে পান করবেন না অনেকেই সকালে উঠে খালি পেটে দুধ পান করেন। এই অভ্যাস একেবারেই ভাল নয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, খালি পেটে দুধ পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। তাই হজমের সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের কিছু খাওয়ার পরেই দুধ পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে এই অভ্যাস শিশুদের জন্য ক্ষতিকর নয়। তারা যে কোনও সময় দুধ পান করতে পারে এবং এতে তাদের শরীর পর্যাপ্ত শক্তি পায় ও সুস্থ থাকে। তবে প্রবীণদের সকালে কিছু ছাড়া দুধ পান করা একেবারেই চলবে না।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের এই প্রতিকারেই দূর হবে দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য

কোষ্ঠকাঠিন্য আদতে খুব সাধারণ সমস্যা হলেও একে এড়িয়ে যাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। খারাপ অভ্যাস, দীর্ঘক্ষণ কোথাও বসে থাকা, জীবনযাত্রার কারণেই এই সমস্যা বেশি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসা প্রথম থেকে না করালে পরবর্তীতে সেখান থেকে প্রাণঘাতী অসুখও হতে পারে। এই কোলন ক্যানসারের কারণও কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য। অনেকেরই মল চেপে রাখার অভ্যাস থাকে। যা অত্যন্ত খারাপ। দিনের পর দিন অন্ত্রে মল জমতে থাকে। এর থেকে গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা, বমি, পেটে ব্যথা, খিঁচুনি, কৃমি, পেটের সংক্রমণ যা খুশি হতে পারে। দিনের পর দিন কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে মল শক্ত হয়ে যায়, কিছুতেই তা আর পরিষ্কার হতে চায় না। যাঁরা নিয়মিত ভাবে তেল-মশলাদার খাবার খান, জাঙ্ক ফুড খান এবং মাংস খান তাঁদের এই সমস্যা সবচাইতে বেশি হয়।

আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা এই কোষ্ঠকাঠিন্যের ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে বিশেষ একটি প্রতিকারের কথা বলেছেন। এই ওষুধ শুধুমাত্র কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় তাই নয়, আমবাত, ব্রণ আর কৃমির সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে পারে। সারা বসন্ত আর গরম জুড়ে এই গাছ খুব সুন্দর হলুদ ফুল দিয়েছে। রাস্তায়-ঘাটে এখনও দেখতে পাওয়া যায় এই গাছ। আয়ুর্বেদে এই গাছ রাজবৃক্ষ নামে পরিচিত আর বাংলায় তা আমলতাস হিসেবেই সকলে চেনে। হলুদ রঙের ফুলের জন্য একে সুবর্ণকও বলা হয়।

অমলতাসের ফুল যেমন দেখতে সুন্দর লাগে তেমনই এই ফলও খুব উপকারী। পাতার তলায় সবুজ রঙের ফল থাকে। পাকলে তার রং কালো হয়ে যায়। এই পাকা ফলের বীজ ছাড়ালে একটা আঠালো পাল্প পাওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে এই ফলের পাল্প খুব ভাল কাজ করে। আমবাত, ব্রণ আর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় এই পাল্প ভীষণ ভাল কাজ করে। এক কাপ জলের মধ্যে এক চামচ এই পাল্প সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে তা ছেঁকে নিয়ে খালি পেটে খান। সপ্তাহে তিনদিন তা খেতে পারেন। কৃমির জন্যও তা খুব ভাল। হাফ চামচ পাল্প, হাফ কাপ জলে ভিজিয়ে ২ বছরের শিশুকে দিতে পারেন।

আমলতাসের ফলের মধ্যে ল্যাক্সেটিভের পরিমাণ বেশি। কোষ্ঠকাঠিন্য, কৃমির সমস্যা, পায়ুদ্বারের ফোলাভাব থেকে মুক্তি দেয়। ত্বকে যদি কোনও সংক্রমণ হয়, একজিমা, ছত্রাকের সমস্যা থাকে তাহলে এই গাছের পাতা বেটে লাগান, কাজ হবেই।

৪০ পেরোলে পোস্ত খেলে শরীরে শক্তি থাকবে অফুরান

৪০ পেরোলে শরীরে একাধিক সমস্যা হতে পারে, শরীরে একাদিক পরিবর্তন শুরু হয়। আর তাই প্রথম থেকেই যত্নবান হওয়া খুব জরুরি। এই সময় শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হয়, শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। আর তাই এই সময় এমন কিছু খাবারই খাওয়া উচিত যা শরীরের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। খাবারের প্লেটে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে রাখতে হবে। তেল-মশলা কমিয়ে ফেলতে হবে। রেড মিট, মিষ্টি, ময়দা এসব বাদ দিন একেবারে ডায়েট থেকে। সঙ্গে ড্রাই ফ্রুটস রাখবেন সব সময়। খিদে পেলে ফাস্ট ফুড বাদ দিয়ে তাই খান। কথায় বলে ৪০ মানে বার্ধক্যের শুরু। কারণ এই সময় শরীরে ম্যাঙ্গানিজের ঘাটতি দেখা যায়।

ফলে হাড়, মস্তিষ্ক, জয়েন্ট, পরিপাকতন্ত্র একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সব দুর্বলতা দূর করতে অনেকেই বাদাম, আখরোট খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে এর থেকেও কাজের হল পোস্তদানা। যাবতীয় দুর্বলতা দূর করতে পোস্তদানার কোনও জুড়ি নেই। পোস্ত ভিজিয়ে রেখে রোজ সকালে ছেঁকে খালি পেটে খেলে শরীরে জোর বাড়বে। আর পোস্ত খেলে ঘুম খুব ভাল হয়। তাই রোজ ভাতের সঙ্গে একটু করে কাঁচাপোস্ত বেটে খেতে পারেন। বা আলু, ঝিঙে, ঢ্যাঁড়শ, পটল কিংবা মাছ এর সঙ্গে পোস্ত মিশিয়ে তরকারি মনে রাখবেন। পোস্তর মধ্যে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকে।

৪০ পেরোলেই শরীরে ব্যথা, বেদনা বাড়তে থাকে। পোস্তর মধ্যে থাকে মরফিন, কোডাইন, থেবেইন- যা যে কোনও রকম ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। যে কারণে পোস্ত খেতে বলা হয়। পোস্ত দেওয়া ড্রাই ফ্রুটস লাড্ডুও খেতে পারেন। এতেও কিন্তু কাজ হবে। এছাড়াও ড্রাই ফ্রুটসও খেতে পারেন। পোস্তর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ বেশি পরিমাণে থাকে। যে কারণে পাচনতন্ত্র সক্রিয় থাকে। এছাড়াও মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে, কোলেস্টেরল, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, কোলিন, থায়ামিন, ভিটামিন- এত কিছু থাকে পোস্তর মধ্যে। আর তাই পোস্তর দাম যে সোনার সমান হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

পোস্ত দানা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। পোস্তর দানার মধ্যে ভরপুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যে কারণে তা স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। আজকাল মহিলাদের মধ্যে হরমোনঘটিত রোগের প্রকোপ অনেকটাই বেশি। থাইরয়েডের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। আর পোস্ত দানা শরীরে এনজাইমগুলোর কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে থাইরক্সিন হরমোনের ভারসাম্যও বজায় থাকে। এছাড়াও হার্ট ভাল রাখতে, ত্বক ভাল রাখতে এবং মাথা ঠান্ডা রাখতে নিয়ম করে পোস্ত খান।

এই ৫ খাবার ঠিকভাবে না খেলে পেট খারাপ, ডায়ারিয়া হতে পারে

খাবারের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা হতে পারে। যার ফলে পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, দুর্বলতা, পাতলা পায়খানা, পেটে ক্র্যাম্প একাধিক কিছু হতে পারে। ডায়ারিয়া অনেক কারণে হতে পারে। মূলত এটি জলবাহিত রোগ। তবে খাবারে সংক্রমণ, বিষক্রিয়া, ডিহাইড্রেশন থেকেও এই একই সমস্যা হতে পারে। ডায়ারিয়া যদি বেশিদিন ধরে চলতে থাকে তাহলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা হতে পারে। খাবার যদি কোনও কারণে দূষিত হয় তাহলে সেখান থেকে সবচেয়ে মারাত্মক ডায়ারিয়া হতে পারে। কাটা ফল, মশলা থেকে, সবজি পাতি ঠিকমত না ধোওয়ার ফলে বা খাবার দীর্ঘক্ষণ আঢাকা পড়ে থাকলে সেখান থেকে খাবার বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বা কোনও মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার খেলে তার মধ্যে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা পাকস্থলীতে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পাকস্থলী যা ঠিকমতো হজম করতে পারে না তাই বের করে দেয়। আর এর ফলেই পাতলা পায়খানা, বমির মত সমস্যা শুরু হয়। ডায়ারিয়া বা পেট খাবার সবচেয়ে বেশি হয় এই সব খাবার খেলে। আর সেই খাবারের তালিকায় রয়েছে ন্যাশপাতি, আপেল, সোডা, জুস, দুধ, পনির, আইসক্রিম, পেঁয়াজ, রসুন, ছোলা, ডাল, গম, বার্লি, গ্লুটেন যুক্ত খাবার, ভাজা খাবার, মশলা খাবার, ক্যাফিন ইত্যাদি। আর তাই ডায়েটে রাখুন লিকার চা। এভাবে চা বানিয়ে খেলে ডায়ারিয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। লিকার চা বানিয়ে নিন। এবার তা ছেঁকে নিয়ে ওর মধ্যে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এবার তা চুমুক দিয়ে খান। ডায়েরিয়া রুখতে খুব ভাল কাজ করে এই চা। তবে দীর্ঘদিন ধরে কোলাইটিস বা পেটের অন্য কোনও সমস্যা থাকলে ভুল করেও এই চা খাবেন না, এমনই পরামর্শ চিকিৎসকদের। এই ডায়েরিয়ার সমস্যা থেকে বাঁচতে যা কিছু মেনে চলবেন- ডায়েরিয়ার টিকা নিন। এতে সমস্যার প্রকোপ কমবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন, সব সময় হাত ধুয়ে তবেই খাবার খাবেন বাইরের জল একদম চলবে না। কোথাও গেলে সঙ্গে জল রাখুন আঢাকা খাবার খাবেন না। সকালের রান্না করা খাবার ফ্রিজে থাকলে তবেই খান খাবার ফ্রিজে সব সময় ঢাকা দিয়ে রাখবেন। ফ্রিজের ঢাবার আঢাকা থাকলে সেখান থেকে জীবানুর সংক্রমণ হতে পারে। রাস্তার কাটা ফল বা আঢাকা খাবার খাবেন না

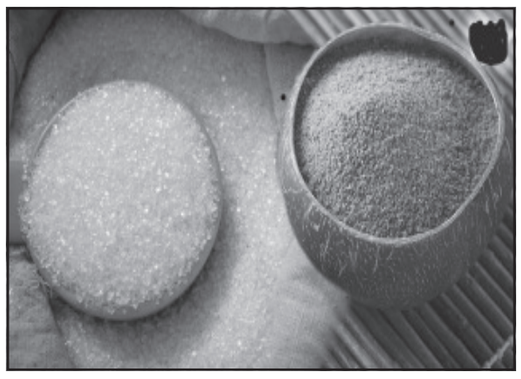

মাথা ব্যথা থেকে বাড়তে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি ?

মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় যাঁরাই ভোগেন, তাঁরাই বোঝেন এর কষ্ট। মাইগ্রেনে একবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হলে প্রায় দু'দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। মাথার যন্ত্রণার পাশাপাশি বমি বমি ভাব, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। মানসিক চাপ, অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া, হরমোনের ভারসাম্যহীনতার মতো নানা বিষয় মাইগ্রেনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। মাইগ্রেনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে জীবনধারা উপর নজর দিতে হয়। কিন্তু সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, মাইগ্রেনের সমস্যার সঙ্গে হৃদরোগের যোগ থাকতে পারে। পাবলিক লাইব্রেরি অফ সায়েন্স মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, আপনার মাথার এক পাশে যদি গুরুতর যন্ত্রণা হয়, তাহলে এটি স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে মাইগ্রেন হল একটি স্নায়ুবিক অবস্থা। মাইগ্রেনে ভুগলে মাথার যন্ত্রণার পাশাপাশি ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। যদিও মাইগ্রেনের উপসর্গ ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হয়। তবে, ক্লাস্টার মাইগ্রেন খুব বিরল রোগ। এতে চোখ থেকে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। তার সঙ্গে চোখ লাল হয়ে যায় এবং জল বেরোতে থাকে। ডাক্তারের পরিভাষায় বলা হয় হাইপোথালামাস।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাইগ্রেনের যন্ত্রণা বাড়তে বা কমতে থাকে। এটাই ভবিষ্যতে হৃদরোগ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান, শরীরচর্চা না করা, উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো সমস্যাগুলো হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। একইভাবে, এই শারীরিক সমস্যাগুলো মাইগ্রেনের জন্যও দায়ী। তাই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাইগ্রেনে আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের মতো হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে মাইগ্রেন হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। এছাড়া যাঁরা ক্লাস্টার মাইগ্রেনে ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। মাইগ্রেন ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে চাইলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরলের দিকে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি কমাতে হবে ধূমপান। এছাড়া মানসিক চাপ কমাতে হবে। এই সব বিষয়গুলো হৃদরোগের সঙ্গে ও সম্পর্কিত।

গর্ভাবস্থায় মায়ের থেকেই বাড়ছে সন্তানের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি

গর্ভে বেড়ে ওঠা শিশু মায়ের কাছ থেকেই পুষ্টি পায়। মায়ের কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে তা সন্তানের স্বাস্থ্যের ওপরও খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। গর্ভাবস্থায় অনেক মহিলাই ডায়াবেটিসের শিকার হন। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে নবজাতকের জন্ম থেকেই ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আসুন এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক

ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যাতে আজকাল বৃদ্ধ থেকে শুরু করে যুবক ও শিশু সকলেই আক্রান্ত হচ্ছেন। ডায়াবেটিসের সবচেয়ে খারাপ দিক হল এটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়। অনেক সময় নবজাতক শিশুরও ডায়াবেটিস হয়, যা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। জন্মগত ডায়াবেটিস থাকলে শিশুর সার্বিক স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে এবং তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর পাশাপাশি শিশুর আরও অনেক রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

শিশুদের মধ্যে ডায়াবেটিস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, এই রোগ যদি জন্ম থেকেই হয়, তাহলে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আসুন জেনে নেওয়া যাক, মায়ের কাছ থেকে কীভাবে শিশুর ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হতে পারে এবং তা নবজাতক শিশুর কী কী সমস্যা তৈরি করতে পারে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুরও ডায়াবেটিস হতে পারে। গর্ভবতী মহিলার শরীরে যদি শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় এবং কিছু সময় পর যদি তার ডায়াবেটিস হয়, তাহলে জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে সন্তানেরও এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন পরিস্থিতিতে শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

শিশুদের মধ্যে জন্মগত ডায়াবেটিস-

তিন ধরনের ডায়াবেটিস পাওয়া যায়। জন্মগত ডায়াবেটিস হল টাইপ ১। একে একটি জেনেটিক ডিসঅর্ডার বলা হয়।

লক্ষণগুলি সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ— একজন মহিলা যখন গর্ভাবস্থায় থাকে তখন তার শরীরে অনেক হরমোনের পরিবর্তন হয়। এই সময়ে রক্তে শর্করার পরিমাণও কিছু ক্ষেত্রে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় কিছু বিষয় মাথায় রাখা খুবই জরুরী যাতে জন্ম নেওয়া শিশুকে রোগের বিপদ থেকে বাঁচানো যায়। লক্ষণগুলি চিহ্নিত করে রক্তে শর্করার বৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় মহিলাদের এই বিষয়গুলি মাথায় রাখা উচিত-

বারবার তেষ্টা পাওয়া, ইউরিন ইনফেকশন বা বারবার টয়লেটে যাওয়া, সারাক্ষণ ক্লান্ত বোধ করা রক্তে শর্করা বৃদ্ধির অন্যতম লক্ষণ। যদিও গর্ভাবস্থায় ওজন বৃদ্ধি একটি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি কোনও মহিলার ওজন বেড়ে যায় এবং অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তবে অবিলম্বে তার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই ধরনের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিশেষজ্ঞরূপ পরামর্শ মত ডায়েট মেনে চলুন ও শরীরচর্চা করুন। কারণ ওজন বৃদ্ধি হলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বাড়ছে অ্যানিমিয়া

অ্যানিমিয়া একটি জটিল রোগ। এতে মূলত শরীরে রক্তের অভাব হয়। যেকোনও মানুষ এই সমস্যার শিকার হতে পারেন। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে অ্যানিমিয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। রক্তে লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যাওয়ার কারণে এই রোগ হয়। খাদ্যাভ্যাসের কারণেও আপনিও এই রোগের শিকার হতে পারেন। বিশেষ করে খাবারে ফলিক এসিড ও আয়রনের ঘাটতির কারণে এই সমস্যা হয়। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের মধ্যে অ্যানিমিয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। রক্তস্বল্পতার কারণে দুর্বলতা, ক্রমাগত ক্লান্তি, মাথাব্যথা এবং ক্ষুধা হ্রাসের লক্ষণ দেখা যায়। যদি আপনি এই সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হন তবে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন। কারণ অবহেলা করলেই বিপদে পড়বেন। গর্ভাবস্থায় রক্তশূন্যতা দেখা দিলে তা শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। জিনগত কারণেও এই রোগ হতে পারে। তাই এটাকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

রক্তশূন্যতার কারণে নারীদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। এ থেকে আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। শরীরে আয়রন, ভিটামিনের ঘাটতি এবং যেকোনো দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। কিছু মহিলাদের মধ্যে, রক্তাল্পতার লক্ষণগুলিও গুরুতর হতে পারে। এ সময় মুখে ফোসকা পড়া, ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া, চোখ নীল হয়ে যাওয়া এবং মাথা ঘোরা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শরীরে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি রক্তাল্পতার কারণ হয়। এই রোগের সঙ্গে মোকাবিলা করতে খাদ্যাভ্যাসের যত্ন নেওয়া খুবই জরুরি। এই খাবারগুলো ডায়েটে রাখুন- আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে রক্তস্বল্পতা দূর করতে চান, তাহলে ডায়েটে কিশমিশ, ডুমুর, কাজু, আখরোট, ডিম, ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার রাখুন। এ ছাড়া ফলিক অ্যাসিডও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্তশূন্যতা থেকে বাঁচতে খাদ্যতালিকায় ফলিক অ্যাসিড যোগ করা করা খুবই জরুরি। এর জন্য পালং শাক, ব্রকলি, বিনস এবং চিনাবাদাম খেতে হবে। এ ছাড়া গোটা শস্য ও সাইট্রাস ফলও খাওয়া যেতে পারে। উপকাপ পাবেন।

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

ওয়েভস অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় ৪২টি আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে

মুম্বাই, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫, পিআইবি: ওয়ার্ল অডিও ভিজুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট-ওয়েভস ২০২৫-এর 'ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ' এর প্রথম পর্বে ৪২টি অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রকে বাছাই করা হয়েছে। অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে এগুলি প্রদর্শিত হবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে ড্যান্সিং অ্যাটমস স্টুডিও যৌথভাবে জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য সৃজনশীল প্রতিভাদের সঙ্গে সমমনা ব্যক্তিত্ব, প্রযোজক, পরিবেশক এবং চলচ্চিত্র শিল্পের বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা।

প্রচলিত অ্যানিমেশন ছবি, ভিএফএক্স, অগমেনটেড রিয়েলিটি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে প্রকল্পগুলি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে, গত ৯ মাস ধরে সেগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এখান থেকে সেরা ৪২টি প্রকল্পকে বাছাই করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১২টি কাহিনীচিত্র, ১৮টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি, ৯টি অ্যানিমেশন, টিভি সিরিজ এবং ৩টি অগমেনটেড রিয়েলিটি ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রকল্প। বাছাই করা ৪২টি চলচ্চিত্রই সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বদের কাছে উপস্থাপন করা হবে।

যে ১৮টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি চূড়ান্ত পর্বে বাছাই করা হয়েছে, সেগুলি হল,

১) শ্রেয়া সচদেবের 'বাণী'; ২) শ্রীকান্ত এস মেননের 'ওড়িয়ান'; ৩) প্রশান্ত কুমার নাগাদাসির 'বেস্ট ফ্রেন্ডস'; ৪) শ্বেতা সুভাষ মারাঠের 'মেলটিং শেম'; ৫) অনিকা রাজেশের 'আচাপ্পম'; ৬) মার্তন্ড আনন্দ উগালমুগলের 'চাঁদোমামা'; ৭) কিরংথিকা রামাসুব্রামাণিয়ান-এর 'অ্যা ড্রিমস ড্রিম'; ৮) হরিশ নারায়ণ আয়ারের 'করবী'; ৯) ত্রিপর্ণা মাইতির 'দ্য চেয়ার'; ১০) অরুন্ধতি সরকারের 'সো ক্লোজ ইয়েট সো ফার'; ১১)গদম জগদীশ প্রসাদ যাদবের 'সিমফোনি অফ ডার্কনেস'; ১২) ভেট্রিভেল-এর 'দ্য লাস্ট ট্রেজার'; ১৩) গার্গি গাওথের 'গোড়ভা'; ১৪) শ্রেয়া বিনায়ক পোরে-র 'কালি'(বাড); ১৫) হর্ষিতা দাসের 'লুনা'; ১৬) স্যানড্রা ম্যারির 'মিসিং'; ১৭) রিচা ভুটানির ''ক্লাইমেটস্কেপ; ১৮) হীরক জ্যোতি নাথের 'টেলস ফ্রম দ্য টি হাউজ';

যে ১২টি অ্যানিমেশন কাহিনীচিত্র প্রদর্শনীতে চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত হয়েছে সেগুলি হল,

১) ক্যাথেরিনা ডায়ান বীরাস্বাতী এস-এর 'ফ্লাই'; ২) শুভম তোমারের 'মাহাজুন'; ৩) শ্রীকান্ত ভোগির 'রুদ্র'; ৪) অনির্বাণ মজুমদারের 'বাবর ওউর বান্নো অ্যা ফ্লেন্ডশিপ সাগা' ৫) নন্দন বালাকৃষ্ণন-এর 'দ্য ড্রিম বেলুন'; ৬)জ্যাকলিন সি চিং-এর 'লাইকে অ্যাণ্ড দ্য ট্রোলস'; ৭) রোহিত শঙ্খালা-র 'দ্বারকা দ্য লস্ট সিটি অফ শ্রীকৃষ্ণ'; ৮) ভগত সিং সাইনির 'রেড উইমেন'; ৯) অভিজিত সাকসেনার 'অ্যারাইজ, অ্যাওয়েক'; ১০) বামসি বানদারুর 'আয়ুর্বেদ ক্রোনিক্যালস-সার্চ ফর দ্য লস্ট লাইট'; ১১) পীযুষ কুমারের 'রং পোগ্রামিং...দ্য আনল্যাশড ওয়ারস অফ এআই'; ১২) খামবোর বাতেই-এর 'খারজানা-লাপালাং-আ খাসি ফোকলোর রিইমাজিন্ড';

চূড়ান্ত পর্বে যে ৯টি অ্যানিমেশন টিভি সিরিজ স্থান পেয়েছে সেগুলি হল,

১) জ্যোতি কল্যাণ সুরার 'জ্যাকি অ্যান্ড জিলাল'; ২) তুহিন চন্দর 'চুপি: সাইলেন্স বিহাইন্ড লজ'; ৩)কিশোর কুমার কেদারির 'এজ অফ দ্য ডেকান: দ্য লেজেন্ড অফ মালিক অম্বর'; ৪)ভাগ্যশ্রী সতপতির 'পাসা'; ৫) ঋষভ মোহান্তির 'খাট্টি'; ৬) সুকঙ্কন রায়ের 'সাউন্ড অফ জয়'; ৭) আত্রেয়ী পোদ্দার, সঙ্গীতা পোদ্দার এবং বিমল পোদ্দারের 'মোরে কাকা'; ৮) প্রজেৎজিত সিংহের 'দ্য কোয়ায়েট ক্যাওস'; ৯) সেগুণ সামসন এবং অমুটুন্ডে অ্যাকিওডের 'মাপু';

অগমেনটেড রিয়েলিটি ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির যে তিনটি প্রকল্প চূড়ান্ত পর্বে বাছাই করা হয়েছে সেগুলি হল,

১) সুন্দর মহালিঙ্গম-এর 'অশ্বমেধ-দ্য আনসিল্ড ফেট'; ২) অনুজ কুমার চৌধুরির 'লিমিনালিজম'; ৩) ঈশা চান্দনার 'টক্সিক এফেক্ট অফ সাবট্যান্স অ্যাবিউস অন হিউম্যান বডি';

ড্যান্সিং অ্যাটম স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক স্বরস্বতী বুয়ালা জানান, একটি সৃজনশীল মঞ্চে ৪২ রকমের এধরনের প্রকল্প এই প্রথম একসঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম এবং বিনোদন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ওয়েভস উপদেষ্টা পর্ষদ এই প্রকল্পগুলির যথাযথ মূল্যায়ণ করবে। ২০২৪ সালের হিসেব অনুসারে আন্তর্জাতিক স্তরে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। অনলাইন স্ট্রিমিং এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্য দিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র থেকে প্রায় ২০০০ কোটি মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। ২০৩২ সালের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু সম্বলিত অ্যানিমেশন ছবির থেকে প্রায় ৭০০০ কোটি মার্কিন ডলার আয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওয়েভস ২০২৫-এ অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র পরিচালকদের চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে জানতে হলে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

নির্মীয়মান বাড়িতে দুর্ঘটনা, চাপা পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

বাঁশওয়াড়া, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের বাঁশওয়াড়া জেলার কদওয়ালি গ্রামে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে , একটি নির্মীয়মান বাড়িতে সিমেন্টের বস্তা পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

এক পুলিশ অধিনাকরিক জানান , গৌতম রাণার বাড়ির কাজ চলাকালীন রাখা সিমেন্টের বস্তা হঠাৎ পড়ে যায় বিক্রম (১০) ও শীতল (৪)—এর ওপর। চাপা পড়ে যায় দুই শিশু। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পিওকে-র পেটে আজাদ কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): পহলগাঁও কান্ডের পর বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসছে 'আজাদ কাশ্মীর'-এর কথা। কিন্তু পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পক বা পিওকে)-এর সঙ্গে 'আজাদ কাশ্মীর'-এর পার্থক্য কী?

পিওকে-র পেটে আছে আজাদ কাশ্মীর। নিজেদের আলাদা সরকার এবং শাসন পরিষদ আছে। যদিও সর্বোময় নিয়ন্ত্রক পাকিস্তান। পিওকে-র পেটে অপর অংশ গিলগিট বালতিস্থান। এই অংশ ২০০৯ সালে আংশিক স্বায়ত্বশাসন পেয়েছে। তবে আজাদ কাশ্মীরের মতো ততটা নয়।

পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন আজাদ কাশ্মীরের দক্ষিণে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ, পশ্চিমে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ, উত্তরে গিলগিত-বালতিস্তান প্রদেশ এবং পূর্বে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর।

'আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর'' পাকিস্তানে আজাদ কাশ্মীর হিসেবেও স্বীকৃত। এদের ১৯৭৪ সালের অস্থায়ী সংবিধান আইন অনুসারে আজাদ কাশ্মীর পরিচালিত হয়। আজাদ কাশ্মীরের একজন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কাউন্সিল রয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোর কোনও ক্ষমতা নেই। এটি পাকিস্তান সরকারের অধীন। পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ এই আজাদ কাশ্মীর প্রচারণাকে সমর্থন করে। ভাষা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সেখানে কিছুটা আলাদা।

একনজরে আজাদ কাশ্মীর

রাজধানী মুজাফফারাবাদ।

বৃহত্তম শহরমুজাফফারাবাদ।

সরকারের ধরন পাকিস্তানি প্রশাসনের অধীনে স্ব-শাসিত রাষ্ট্র।

শাসক আজাদ কাশ্মীর সরকার।

রাষ্ট্রপতি সুলতান মাহমুদ চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রীসরদার তানভীর।

আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট (৪৯ আসন)।

আয়তন মোট১৩,২৯৭ বর্গকিমি (৫,১৩৪ বর্গমাইল)।

জনসংখ্যা (২০১৭) মোট৪০,৪৫,৩৬৬।

জনঘনত্ব ৩০০/বর্গকিমি (৭৯০/বর্গমাইল)।

আজাদ কাশ্মীরি ভাষাসমূহ গোজরি, উর্দু,

হিন্দকো, কাশ্মীরি, পাহাড়ি-পথওয়ারি, কুন্দল শাহী।

১০০ বছর আগে কাশ্মীরের রাজা হন হরি সিং

শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীর নিয়ে হানাহানির মাঝে চাপা পড়ে গিয়েছে সেখানে হরি সিংয়ের রাজা হওয়ার শতবর্ষপূর্তির কথা। ১৯২৫ সালে হরি সিং কাশ্মীরের রাজা হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন কাশ্মীরের শাসক। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাজনের অন্যতম শর্ত ছিল, ভারতের দেশীয় রাজ্যের রাজারা ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবেন, অথবা তাঁরা স্বাধীনতা বজায় রেখে শাসনকাজ চালাতে পারবেন।

১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর পাকিস্তান-সমর্থিত পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলার বিদ্রোহী নাগরিক এবং পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পশতুন উপজাতিরা কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করে। কাশ্মীরের রাজা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেও গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে সহায়তা চাইলেন।

কাশ্মীরের রাজা ভারতভুক্তির পক্ষে স্বাক্ষর করবেন, এই শর্তে মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরকে সাহায্য করতে রাজি হন। ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর হরি সিং কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তিতে সই করেন। ২৭ অক্টোবর তা ভারতের গভর্নর-জেনারেল অনুমোদন করেন।

চুক্তি সই হওয়ার পর, ভারতীয় সেনা কাশ্মীরে প্রবেশ করে অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ভারত বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপন করে। রাষ্ট্রসংঘ ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের অধিকৃত এলাকা খালি করে দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের প্রস্তাব দেয়।

ভারত প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচিত গণপরিষদ ভারতভুক্তির পক্ষে ভোট দেয়।

ভারত ও পাকিস্তানে রাষ্ট্রসংঘের সামরিক পর্য্যবেক্ষক গোষ্ঠী উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পায়। এই গোষ্ঠীর কাজ ছিল, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা ও তদন্তের রিপোর্ট প্রত্যেক পক্ষ ও রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে জমা দেওয়া।

যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসেবে কাশ্মীর থেকে উভয় পক্ষের সেনা প্রত্যাহার ও গণভোটের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু ভারত গণভোটে অসম্মত হয়। একই পথ নেয় পাকিস্তান। গণভোট আয়োজনে ভারতের অসম্মতির কারণ, এটা নিশ্চিত ছিল যে গণভোটে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের বেশিরভাগ ভোটদাতাই পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবেন। এতে কাশ্মীরে ভারত ত্যাগের আন্দোলন আরও বেশি জোরালো হবে।

মুসলিম প্রধান কাশ্মীর ও অন্যান্য কারণকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হয়। এরপর ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধ হয়।

মহারাজা হরি সিং (২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ — ২৬ এপ্রিল ১৯৬১) ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শেষ মহারাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ থেকে জুন ১৯৪৯। পূর্বসূরি ছিলেন প্রতাপ সিং। উত্তরসূরি করন সিং। ৬৫ বছর বয়সে মারা যান মুম্বাইয়ে। ধর্ম ছিল হিন্দু।

কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের গড়িতে হামলার মূল অভিযুক্ত দলেরই বহিষ্কৃত কর্মী : আইজিপি

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : সংসদ সদস্য প্রদ্যুৎ বরদলৈ এবং বিধায়ক শিবামণি বরার গাড়িতে হামলার সাথে জড়িত মূল অভিযুক্তকে শনাক্ত করেছে আসাম পুলিশ। হামলাকারীকে মরিগাঁও জেলার ভুরাগাঁওয়ের বাসিন্দা দুদিন আগে বহিষ্কৃত কংগ্রেস কর্মী ইমদাদুল ইসলাম বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ সোমবার বটদ্রবা থানায় দাঁড়িয়ে তদন্তের আপডেট প্রদান করে রাজ্য পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) অখিলেশ কুমার সিং এবং নগাঁওয়ের পুলিশ সুপার স্বপ্ননীল ডেকা সংবাদ মাধ্যমকে এ খবর জানিয়েছেন। তাঁরা মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে আশ্বস্ত করেছেন, সাংসদ বরদলৈয়ের গাড়িতে হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্য কাঁপছে নির্বাচনী জ্বরে। এমতাবস্থায় গতকাল ২৭ এপ্রিল রাতে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে ফেরার পথে নগাঁও জেলার ধিং-এ কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর গাড়িতে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছিল। হামলার সময় বটদ্রবার বিধায়ক শিবামণি বরাও একটি গাড়িতে ছিলেন।

খবর পাওয়া গিয়েছিল, কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা একদল দুষ্কৃতকারী কনভয়ের পাঁচটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। সৌভাগ্যবশত এ ঘটনায় কেউ আহত হননি। তবে গাড়ির ক্ষতি হয়েছে।

কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার এক

মোরাদাবাদ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলাতে এক কিশোরীকে অপহরণের ঘটনায় পলাতক অভিযুক্তকে সোমবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ এপ্রিল বাড়ি থেকে কম্পিউটার শিখতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ১৬ বছরের কিশোরী। তদন্তে জানা যায়, বগরওয়া গ্রামের এক বাসিন্দা ওই কিশোরীকে অপহরণ করে। পুলিশ কিশোরীকে উদ্ধার করলেও পলাতক ছিল অভিযুক্ত। গ্রেফতারের পর অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করলে তাকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়।

নলহাটিতে পুকুরে ভেসে উঠল ৩ শিশুর দেহ

নলহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): বীরভূম জেলার নলহাটিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। খেলার ছলে জলাশয়ে পড়ে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল তিন শিশুর। জানা গিয়েছে, তিনজনের মধ্যে দুজন মেয়ে এবং একজন ছেলে। মৃত শিশুদের নাম নাসরিন খাতুন (৪), নুরানী খাতুন (৫) এবং তামিম শেখ (৮)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন বেলায় নলহাটিতে উওরপাড়ার এক জলাশয়ে ওই শিশুদের দেহ

কঠোর পদক্ষেপ প্রশাসনের, ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে বহু অবৈধ মাদ্রাসা সিল

বাহরাইচ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশ সরকারের নির্দেশ মতো ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে অবস্থিত এক ডজনেরও বেশি অবৈধ মাদ্রাসা সিল করে দেওয়া হয়েছে। বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুর করা হয়। জেলা মাদ্রাসা আধিকারিক সঞ্জয় মিশ্র বলেন, 'ভারত-নেপাল সীমান্ত একটি সংবেদনশীল এলাকা এবং এই সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে যেসব মাদ্রাসা হয় অনিবন্ধিত অথবা পরিচালিত হচ্ছে আমরা সেগুলো তদন্ত করছি।'

তহসিলদার অম্বিকা চৌধুরী বলেন, 'আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই মাদ্রাসাগুলির তদন্ত করছি। যেসব মাদ্রাসায় অনিয়ম বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দু''টি মাদ্রাসা তদন্তাধীন রয়েছে এবং আরও তল্লাশি অব্যাহত থাকবে।'

এসএসসি-র ২০১৬-র চাকরিহারাদের বিক্ষোভে অবরুদ্ধ হাজরা মোড়

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): এসএসসি-র ২০১৬-র চাকরিহারাদের বিক্ষোভের জেরে সোমবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হাজরা মোড়। পুলিশের সঙ্গে তাঁদের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। বিপর্যস্ত হয় যান চলাচল।

যেসব চাকরিহারার এখনও ডিআই-র তালিকায় নাম নেই, স্কুলে যেতে পারছেন না, সেই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা রীতিমত রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গোটা বিষয়কে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

সুরক্ষার্থে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পথের রাস্তা ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় কলকাতা পুলিশ।

ফলে এদিন চাকরিহারা আন্দোলনকারীরা হাজারার মোড়েই বসে পড়েন। তাঁরা বলেন, অযোগ্য বলে চিহ্নিত করে তাঁদের দেওয়া হচ্ছে ! কিন্তু তাঁরা অযোগ্য নন।

চাকরিহারা বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় শুয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন। বলেন, ''পুলিশকে বলুন গুলি করতে, আমাদের গুলি করে মেরে দিক মুখ্যমন্ত্রী ..'' ! চাকরিহারাদের দাবি, আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। ওনারা একটা সময় দিয়েছেন। আমাদের পিছন দিকে ফিরে আর তাকানোর নেই।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, আমরা খাদের কিনারায় নয়, প্রকৃত অর্থে খাদে পড়ে রয়েছি। তাই আমাদের হয়তো ব্যারিকেড ভেঙে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে যেতে হবে। আমরণ অনশনে যেতে হবে। কারণ এরপর আমাদের মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। শেষপর্যন্ত টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় বিক্ষোভকারীদের।

শ্রীভূমির দেওলাখালে জনমানবহীন এলাকায় উদ্ধার হালের বলদ

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন দেওলাখালের জনমানবহীন এলাকায় গলায় দড়ি বাঁধা একটি হালের বলদকে উদ্ধার করেছেন স্থানীয় মানুষ। উদ্ধারকৃত বলদকে তাঁরা পাথারকান্দি থানায় পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছেন।

জানা গেছে, আজ সোমবার দুপুরে দেওলাখাল শ্মশানের পার্শবর্তী জনমানবহীন এলাকায় একটি হালের বলদ দেখে সন্দেহ হয় প্রত্যক্ষদর্শীদের। পরে তাঁরা বলদটিকে উদ্ধার করে প্রথমে সোনাখিরা ফাঁড়ি পুলিশের হাতে সমঝে দেন। শেষে সোনাখিরা ফাঁড়ি পুলিশ উদ্ধারকৃত বলদটিকে সমঝে দেয় পাথারকান্দি থানায়। ধারণা করা হচ্ছে, কোনও একটি দুষ্টচক্র বলদটি চুরি করে পাচারের পরিকল্পনায় এখানে এনে বেঁধে রেখেছে। গরুটি পাথারকান্দি থানার পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। উপযুক্ত মালিককে তথ্যপ্রমাণ সহ পাথারকান্দি থানা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

বিকট শব্দে কেঁপে উঠে আতঙ্ক ছড়াল দাঁতনে

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। বোমা আছড়ে পড়ার আতঙ্কে পড়ে এলাকাবাসী। খবর পৌঁছয় বায়ুসেনার ঘাঁটিতে।

এ দিন পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের উঁচুডিহা গ্রামে তৈরি হয় আতঙ্ক। গ্রামবাসীদের দাবি, হঠাৎই গ্রামের মাঝে এক পুকুরে আকাশ থেকে বোমার মতো কিছু একটা পড়ে। তারপর তা 'টায়ার ফাটার মতো' বিকট শব্দে ফেটে যায়। এলাকা ভরে যায় বারুদের গন্ধে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই কৌতূহলী মানুষের ঢল নামে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাঁতন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। গ্রামবাসীদের দাবি, বায়ুসেনার মহড়া চলাকালীন ওই বোমা

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOUMUHANI,
TRIPURA (WEST)

NOTICE INVITING TENDER NO 03 (2025-26)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TDC/MES/CPWD/ Railway / TSECL Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work :-

Sl No.	Name of work	Estimate Cost / Earnest Money	Time For Completion	Last date of Selling / Last date of receiving (Upto 3.00 PM)
1	Providing permanent Electrical Installation in the Newly Constructed Office Room, Stalls at Battala Crematorium under Agartala Municipal Corporation	76,387.00 / 1,528.00	10(Ten)Days	28/04/2025 / 30/04/2025

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 30-04-2025

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone-0381-2330010, e-mail: mechdivision.amc@gmail.com

F.514/Mech. Div./AMC/2020/P-I/641-43 **Dt. 23/04/2025**

E-Tender

Press Notice Inviting No. 01/PNIT/Mech. Div./AMC/2025, Date: 24/01/2025 (3nd Call)
E-Tender is hereby invited on behalf Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation to receive the rate contract for the following item from the experienced agencies.

Sl No.	Item	Application Fees	EMD in Rs	Date of Opening of Technical Bid
1	Rate Contract for hiring Charge of Back Hoe Loader and Tipper Truck.	5000/-	50000/-	07/05/2025 at 6 PM

The tender detai's shall have to be downloaded from website http://tripuratenders.gov.in from 24/04/2025 for online bidding. The bidders must possess digital signature certificates for submission of bids ? through online in the above website. Bids must be submitted online on or before 5.30 p.m. on 07/05/2025. Bids received online shall be opened on 07/05/2025 at 6 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum / addendum if any shall be only available in tender site only. EMD & Application fees should be paid as per online bidding procedure. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

Sd/- (Er. Chinmoy Chakraborty)
Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
e-mail:mechdivision.amc@gmail.com

F. 690/Mech. Div/AMC/2025/708-10 Dt. 24/04/2025

E-tender Notice

Press Notice Inviting Tender No.-03/PNIT/Mech. Div/AMC/2025, Dt.24/04/2025
On behalf of Hon'ble Mayor following E-tender is invited by the Executive Engineer, Mech. Div, AMC for the following supply -

Sl No.	Name Equipment/Machinery	Quantity	Application Fees	EMD in Rs	Date of Opening of Technical Bid
1	Supply of 4 Wheeler EV Hopper Tipper for Carrying Waste for Different ULBs of Tripura State	10 Nos	10000/-	150000/-	15/05/2025

The tender details shall have to be downloaded from 15/05/2025 from website http://tripuratenders.gov.in for online bidding. The bidders must possess digital signature certificates for submission of bids through online. Bids must be submitted online on or before 5.30 p.m. on 15/05/2025. Bids received online shall be opened on 15/05/2024 at 6 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum / addendum if any shall be only available in tender site only. EMD & Application fees should be submitted through online system of e-tender. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof. 2025

Sd/- (Er. C. Chakraborty)
Executive Engineer (Mech.)
Agartala Municipal Corporation

প্রথম উপাচার্য

● প্রথম পাতার পর

আগরতলার উমাকান্ত একাডেমিতেও কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন। তিনি ত্রিপুরার এমবিবি কলেজ থেকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সে ভর্তি হন এবং পরে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

অধ্যাপক সাহা তাঁর সাড়ে চার দশকের দীর্ঘ পেশাগত জীবনে শিক্ষা ও সাধারন প্রশাসনের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন, তাঁর প্রথম নিয়োগ ছিল উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের বীর বিক্রম ইনস্টিটিউটে। সেখানে অল্প সময়ের জন্য কাজ করার পর, তিনি রাম ঠাকুর কলেজে অর্থনীতি ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগদান করেন, তখন এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি অধ্যয়ন কেন্দ্র ছিল। ১৯৮৭ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্পূর্ণ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং ২০০৭ সালে এটি একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য সকল পর্যায়ে পরিষেবা প্রদান করেছেন। তিনি সেখানে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং ২০০৭ সালে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম এবং প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্যের দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়, যাতে তিনি সামনে থেকে এটি পরিচালনা করতে পারেন।

অধ্যাপক সাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি সম্পন্ন করার পর ভারতে ফিরে আসেন তাঁর নতুন অর্জিত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা নিয়ে তাঁর নিজ রাজ্য এবং দেশের জনগণের সেবা করার জন্য এবং তাঁর পেশাগত কর্মজীবন জুড়ে তিনি তা সফলভাবে করে গেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর লেখাগুলি ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক সীমানা ও বাঁধা অতিক্রম করে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সম্প্রীতির আস্বাদন গ্রহণ করেছে যা পাঠকদের মন এবং চিন্তাভাবনার উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। ত্রিপুরার সাহিত্যের ভান্ডারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তিনি অপরিসীম অবদান রেখেছেন। তিনি তাঁর সমবয়সী এবং পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর লেখা এবং সাহিত্যকর্ম ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী বন্ধনকে প্রতিফলিত করে। তিনি বিশ্বজুড়ে তাঁর পাঠকদের ভালোবাসা এবং প্রশংসা পেয়েছেন।

শিক্ষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, অধ্যাপক সাহাকে ত্রিপুরা সরকারের সর্বোচ্চ নাগরিক পুরস্কার "ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান-২০২৪" প্রদান করা হয়।

পর্ষদের ফল ৩০শে

● প্রথম পাতার পর

ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। আজ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৫ সালের উচ্চতর মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল এবং মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষার ফলাফল আগামী ৩০ এপ্রিল (বুধবার) দুপুর ১২টায় পর্ষদের মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

নিষিদ্ধ করল সরকার

● প্রথম পাতার পর

চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করা হল।জানা যাচ্ছে, পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক বাতিলের খাতায় ফেলেছে ভারত। বাতিল করা হয়েছে পাকিস্তানি ভিসা, পাশাপাশি সমস্ত পাক নাগরিকদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে ওয়াঘা সীমান্ত। আর এবার পাক ইউটিউব চ্যানেল উস্কানিমূলক বার্তা দেওয়ায় ভারতের পক্ষ থেকে বন্ধ করা হল ওই ১৬টি চ্যানেল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঘুঁট-ঘুঁটে অন্ধকার, শনৈ শনৈ ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টির কবলে গুয়াহাটি, ব্যাহত নাগরিকজীবন

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : সময় সকাল প্রায় সোয়া সাতটা। মেঘে ঢাকা নিকষ কালো আকাশ, শনৈ শনৈ ঘূর্ণিঝড়, সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত। ব্যাঘাত ঘটে নাগরিকজীবন। কয়েক মিনিটের প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে নাজেহাল অসমের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগর এবং পার্শবর্তী অঞ্চল। জানা গেছে, আজ সোমবার সকালে আচমকা অন্ধকারে ডুবে যায় গুয়াহাটি মহানগর। মহানগরের রাজপথে গাড়ির বাতি জ্বালিয়ে গাড়িঘোড়া চালাতে হয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে তুফানের সঙ্গে ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ও বৃষ্টির ফলে গুয়হাটির বহু প্রান্ত ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে শহরজুড়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়ে কয়েক ঘণ্টা।

মুষলধারে বৃষ্টির সাথে তীব্র বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট, তীব্র জলাবদ্ধতা এবং যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক ও সরকারি কর্মচারীরা বিপাকে পড়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাতেই আবহাওয়া অধিদফতর আজ এবং আগামী কয়েক ঘন্টা ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে বলেছিল।

মাটির ধসে চাপা পড়ে মৃত ৫ মহিলা, ক্ষতিপূরণের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কৌশাম্বী, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বী জেলায় টিলার মাটি কাটার সময় মাটি ধসে ৫ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও ৩ জন। তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকপ্রকাশ করে নিহতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , টিকর ডীহ গ্রাম থেকে মাটি কাটতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ক্ষমা চাওয়ার ভাষা আমার কাছে নেই, পহেলগাম হামলা প্রসঙ্গে ওমর আব্দুল্লাহ

জম্মু, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমি এই মুহূর্তটি রাজ্যের দাবিতে ব্যবহার করব না। পহেলগামের পর, কোন মুখ দিয়ে আমি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য রাজ্যের মর্যাদার দাবি করতে পারি? মেরি কেয়া এতনি সস্তি সিয়াসত হ্যায়? আমরা অতীতেও রাজ্যের মর্যাদার কথা বলেছি এবং ভবিষ্যতেও তা করব, কিন্তু এখন এটা আমার জন্য লজ্জাজনক হবে, যদি আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলি ২৬ জন মারা গেছেন, এখন আমাকে রাজ্যের মর্যাদা দিন।'

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমরা কেউই এই আক্রমণকে সমর্থন করি না। এই আক্রমণ আমাদের ফাঁপা করে দিয়েছে। আমরা এর মধ্যে আলোর রশ্মি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, গত ২৬ বছরে, আমি কখনও মানুষকে এই ধরণের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখিনি।' ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, 'এই ঘটনা পুরো দেশকে প্রভাবিত করেছে। আমরা অতীতে এমন অনেক হামলা দেখেছি... বৈসরনে ২১ বছর পর এত বড় আকারের হামলা চালানো হয়েছে, আমি জানতাম না কিভাবে নিহতদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইব, আয়োজক হিসেবে, পর্যটকদের নিরাপদে ফেরত পাঠানো আমার কর্তব্য ছিল। আমি তা করতে পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার ভাষা আমার কাছে নেই।'

ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, 'মানুষ যখন আমাদের সমর্থন করবে তখন জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের অবসান হবে। এটিই এর শুরু, আমাদের এমন কিছু বলা বা দেখানো উচিত নয় যা এই উদ্ভূত আন্দোলনের ক্ষতি করে। আমরা বন্দুক ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, এটি তখনই শেষ হবে যখন মানুষ আমাদের সমর্থন করবে এবং এখন মনে হচ্ছে মানুষ সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে।'

পুলিশ-আরপিএফ টানাপোড়েন, মৃত্যুর ৮ ঘণ্টা পর রেললাইন থেকে দেহ উদ্ধার

হাওড়া, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিলেন যাত্রী। ট্রেনের চাকা মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। রাজ্য পুলিশ নাকি রেল পুলিশ, কারা সেই দেহ উদ্ধার করবে? তাই নিয়ে চলতে থাকে টানাপোড়েন। তার জেরে রাত থেকে রেললাইনেই পড়ে থাকে মৃতদেহ। প্রায় আট ঘণ্টা পরে সোমবার সকালে উদ্ধার হয় মৃতদেহ।

বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়া যাচ্ছিল অঙ্গ এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনেই বাড়ি ফিরছিলেন পেশায় রাজমিস্ত্রি পিন্টু কুমার। বন্ধুদের সঙ্গে তিনি জেনারেল কামরার দরজার ধারে বসে ফিরছিলেন। অসতর্ক থাকায় রাত দুটো নাগাদ বালটিকুড়ি হল্ট স্টেশনের কাছে ট্রেন থেকে তিনি পড়ে যান। এমনই দাবি ট্রেনে থাকা অন্যান্যদের।

সহযাত্রীরা ও বন্ধুদের চেঁচামেচিতে কিছু দূর গিয়ে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যায়। ট্রেনের গার্ড ও অন্যান্য যাত্রীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন পিন্টু কুমারের মাথার উপর দিয়ে ট্রেন চলে গিয়েছে। এরপর ট্রেনের গার্ড সেই ঘটনার কথা রেলের কর্মীদের জানান। কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটি গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে যায়।

ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার দাসনগর থানার বালটিকুড়ি এলাকায়। গোটা ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও।

'সকলকে চিহ্নিত করুন', বিক্ষোভের জেরে ক্রুদ্ধ হাই কোর্টের নির্দেশ পুলিশকে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): হাই কোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের চেম্বারের বাইরে গত শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। সেই সময় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য এবং স্লোগান দেওয়ায় ঘটনায় আদালত অবমাননার মামলা করতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের কিছু আইনজীবী।

সোমবার প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য, "প্রথমত আদালত এবং বিচারপতির বিরুদ্ধে এমন কোনও আচরণ করা যায় না। রায় পছন্দ না হলে উচ্চতর আদালতে আবেদন করুন। এ ভাবে বিক্ষোভ দেখাবেন কেন? স্পষ্ট ভাষায় বলছি, এই কাজ করা যায় না। এঁদের সকলকে চিহ্নিত করতে হবে।"মামলাকারী আইনজীবীদের বক্তব্য, ওই ঘটনায় আইনজীবীদের অনেকেই আতঙ্কিত। বিচারপতি এবং আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে। ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা ছিল। তার পরেও কী ভাবে এত জমায়েত হল? কেন পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করল না?

অভিযোগ, ওই ঘটনা পুলিশ দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছে। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে ওই বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। বিচারপতি বসুর ছবি পা দিয়ে মাড়িয়েও দেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ।

জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কড়া নিরাপত্তা মোতায়েন

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দির চত্বরে কড়া নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, ৮০০ পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে মন্দির চত্বরে। পাশের জেলাগুলি থেকেও আনা হচ্ছে পুলিশ বাহিনী। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘার জগন্নাথ ধাম পর্যন্ত ১১৬বি জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।এই আবহে সোমবার দুপুরে দিঘায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে রাজ্যবাসীকে সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

হিন্দুত্ব নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা খাড়গের, ঐক্য নিয়েও তুললেন প্রশ্ন

জয়পুর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): হিন্দুত্ব নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। ঐক্য নিয়েও বিঁধলেন বিজেপিকে। সোমবার জয়পুরে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'আমাদের বিরোধী দলনেতা টিকারাম মন্দিরে গিয়েছিলেন এবং মন্দিরটি গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল। বিজেপি এটাই শেখায়। আপনারা হিন্দুদের কথা বলছেন, তাহলে কেন এমনটা করা হচ্ছে?'

মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, '২০১৪ সালে যখন তাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন অমিত শাহ এবং অন্যরা দলিতদের বাড়িতে গিয়ে খাবার খেতেন, যদি দেশের অবস্থা এইরকম থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারব? বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান লিখেছিলেন যাতে দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে।' মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, 'সর্বদলীয় বৈঠকে আমরা বলেছিলাম, এই কঠিন সময়ে আমরা সরকারকে সমর্থন করব। সরকার যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, আমরা তা সমর্থন করব, কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে সকল দলের মানুষ এসেছিলেন, কিন্তু মোদীজি সেই সভায় আসেননি। এটা লজ্জার বিষয়। যখন দেশের আত্মসম্মানে আঘাত করা হচ্ছে, তখন আপনি বিহারে নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং দিল্লিতে আসতে পারেন না। দিল্লি কি বিহার থেকে অনেক দূরে? আপনি বলেন, আপনার ৫৬ ইঞ্চি ছাতি আছে... এটাই বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব।'

ভারী বৃষ্টির কবলে গুয়াহাটি ব্যাহত নাগরিকজীবন

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : সময় সকাল প্রায় সোয়া সাতটা। মেঘের গর্জন, নিকষ কালো আকাশ, শনৈ শনৈ ঘূর্ণিঝড়, সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত। ব্যাহত নাগরিকজীবন। প্রায় আধঘণ্টার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে থরহরি অসমের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগর এবং পার্শবর্তী অঞ্চল।

আজ সোমবার সকালে আচমকা অন্ধকারে ডুবে যায় গুয়াহাটি মহানগর। নিকষ কালো মহানগরের রাজপথে গুটিকয়েক গাড়িকে বাতি জ্বালিয়ে চালাতে হয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে তুফানের সঙ্গে বজ্রপাত ও বৃষ্টির ফলে গুয়হাটির বহু প্রান্ত ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে শহরজুড়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়ে কয়েক ঘণ্টা।

মুষলধারে বৃষ্টির সাথে তীব্র বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট, তীব্র জলাবদ্ধতা এবং যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক ও সরকারি কর্মচারীরা বিপাকে পড়েছিলেন।

পহেলগাম প্রসঙ্গে বিরোধীদের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপি উপর্যপুরি আক্রমণ রবিশঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রসঙ্গে বিরোধীদের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যে ক্ষোভপ্রকাশ করল বিজেপি। কংগ্রেসকে উপর্যুপরি আক্রমণ করেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি বিজেপি সাংসদ রবি শঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'কিছু কংগ্রেস নেতার কিছু বক্তব্যের উদ্দেশ্য কী? কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, যুদ্ধ অনিবার্য নয়... পাকিস্তান টিভিতে কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য প্রচার করছে, কর্ণাটকের মন্ত্রী আরবি টিম্মাপুর বলেছেন, সন্ত্রাসীরা জনগণকে গুলি করার আগে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনি, এটা লজ্জাজনক... কংগ্রেস নেতা এবং বিরোধী দলনেতা বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার বলেছেন, সন্ত্রাসীদের মানুষ হত্যা করার আগে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সময় নেই... নিহতদের পরিবার কাঁদছে এবং ঘটনা বলছে, কিন্তু মহারাষ্ট্র বিধানসভা এলওপি এমন নির্লজ্জ বক্তব্য রাখছেন, যা অসংবেদনশীলতার শীর্ষে।'

ওয়ার্ডে তালা!

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে নানান অভিযোগ রয়েছে। নেই বিশুদ্ধ পানীয় জলেরও কোন ব্যবস্থা। হাসপাতালে রয়েছে পানীয় জলের একটিমাত্র ফিল্টার সেটাও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেটাকে মেরামত করার কোন পদক্ষেপই নিচ্ছে না। এখন দেখার বিষয়, দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কবে কি করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ঊনকোটি জেলার সাধারণ মানুষ।

মৌ স্বাক্ষর

● প্রথম পাতার পর

সচিব জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় ৯৮ শতাংশেরও বেশি মহিলা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সন্তান প্রসব করছেন। উল্লেখ্য, এই মৌ স্বাক্ষরিত হওয়ায় কিশোরী বিবাহ ও গর্ভধারণ, রক্তাল্পতা এবং নবজাতকের মৃত্যু এই তিনটি বিষয়ে গবেষণা করা হবে।

শ্যামসুন্দর

● আটের পাতার পর

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন শিক্ষাবিদ ডঃ জয়ন্ত ঘোষ এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর ঋষিরূপ ও রূপক সাহা। উপস্থিত প্রত্যেকেই স্বর্ণগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, স্কুলের উন্নতি এবং গ্রামের লোকদের জীবনযাপন আরো ভালো করার ব্যাপারে সহযোগিতার কথা বলেন। রূপক সাহা জানান যে গ্রামের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য শিক্ষাবিদ ডঃ জয়ন্ত ঘোষ স্বর্নগ্রাম শিক্ষালয়ের মেন্টর হিসেবে যোগ দেবেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ জয়ন্ত ঘোষ জানান, " শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর স্বর্ণগ্রাম প্রকল্পটি সকলের কাছে স্বপ্নের মতো এক বিশেষ উদ্যোগ, যা ১৬ বছর আগে শুরু হয়েছিল। আর আজ এই উদ্যোগ এক বড় আকার নিয়েছে। সবাই মিলে এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিনত করতে হবে জ্জ এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, " নববর্ষের এই অনুষ্ঠান হলো স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করানোর এক প্রয়াস। রাজ্য সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম বিশেষভাবে এই উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমও এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। সবার প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্জ এছাড়া স্বর্ণগ্রামের মানুষের কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জ্জ" তিনি আরও বলেন, "স্বর্ণগ্রাম প্রকল্পটি আমাদের স্বপ্নকেও ছাপিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এই পথ আরো প্রশস্ত হবে। আরো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। তবে সবাই একসঙ্গে থাকলে এই উদ্দেশ্য পূরণ হবেই।"এক আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে স্বর্ণগ্রাম এর নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানটি শেষ হয় ।

আগরতলায় জহর বাল মঞ্চের সাংবাদিক সম্মেলন, শিশুদের চরিত্র গঠনে বিশেষ গুরুত্ব

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: শিশুদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত সংগঠন জহর বাল মঞ্চ সোমবার আগরতলার কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংগঠনের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর ও ত্রিপুরা ইনচার্জ মনোজ কুমার দত্ত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, জহর বাল মঞ্চ ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য তৈরি একটি সংগঠন। এর মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের চরিত্র গঠন, অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলির সঙ্গে তাদের পরিচিত করা।

তিনি জানান, শিশুদের প্রতিভা তুলে ধরার জন্য সংগঠনটি রাজ্য থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরে মঞ্চ তৈরি করে দেয়। এর মাধ্যমে শিশুদের নানা প্রতিভা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়।

আজকের এই সম্মেলনে মনোজ কুমার দত্তের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সমন্বয়ক অলক রঞ্জন গোস্বামী।সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শিশুদের নিয়ে আরও নানা ধরনের সচেতনতামূলক ও প্রতিভা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নেওয়া হবে।

মৎস্যজীবী সমিতির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: সোমবার ধলেশ্বর মঠ চৌমুহনি বাজার মৎস্যজীবী সমিতির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সাংসদ ও বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

সম্মেলন থেকে সমিতির নতুন কমিটি গঠনের পাশাপাশি গরিব ও অসহায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই ও খাতা বিতরণ করা হয়। এ উদ্যোগের জন্য সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

বক্তব্য রাখার শুরুতেই তিনি পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'গোটা দেশ দল-মত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই ঘটনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।'

সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষা সহায়তা অব্যাহত থাকবে এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

রাঙাছড়া গ্রামে ৭২৯ পরিবার পেল সোলার প্যানেল

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত মোহনপুর ব্লকের রাঙাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে সোলার গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ ৭২৯টি পরিবারের হাতে সোলার প্যানেল লাইট তুলে দেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে রাঙাছড়া গ্রামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, এই সোলার গেজেটে দু"টি টিউবলাইট ও মোবাইল ফোন চার্জ দেওয়ার সুবিধা রয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও প্রতিটি পরিবার আলোর সুবিধা পাবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের দিক থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর ব্লকের বিডিও ধৃতি শেখর রায়, পৌরসভার চেয়ারপারসন অনিতা দেবনাথ, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

গ্রামবাসীরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও আরও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দাবি জানান।

আগরতলায় জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে পুর নিগমের নতুন উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: বাম আমলের দুরবস্থা এখন কেবলই স্মৃতি। এক সময় সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ত গোটা আগরতলা শহর। শহরবাসীকে নিত্যদিনের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হতো। তবে বর্তমান পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। প্রবল বৃষ্টির পরেও শহরবাসী এখন নিশ্চিন্ত, কারণ শহরের প্রতিটি পাম্প এখন পুরোপুরি সচল রয়েছে।

আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে শহরের বেশ কয়েকটি পাম্পের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গনরাজ চৌমুহনী এলাকার চারটি পাম্পের স্থানান্তর। আগের তুলনায় এই পাম্পগুলোকে আরও সাত ফুট উঁচু করে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে, যাতে দ্রুত জল নিষ্কাশন সম্ভব হয়।

সোমবার গনরাজ চৌমুহনীতে বসানো এই চারটি পাম্পের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখেন পুর নিগমের আধিকারিকরা। পরিদর্শনে ছিলেন সুজয় চৌধুরী, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং জয়দেব চক্রবর্তী, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। আধিকারিকরা জানান, পাম্পগুলোর কাজের গতি অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং এতে শহরের জলাবদ্ধতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লণ্ডভণ্ড

● আটের পাতার পর

তাঁর পরিবার খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাঁদের মাথার উপর আর কোনো ছাদ নেই। জানা গেছে, ওই সময় এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাতও শুরু হয়, যার ফলে দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি এখন প্রশাসনের সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছেন। এলাকাবাসী দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

কেন্দ্র ও রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। ড. বি আর আম্বেদকর দেশ ও রাজ্যের প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সারা জীবন নিরন্তর কাজ করে গিয়েছেন তিনি। এভাবে তিনি কাজ করায় আমরা এখানে আছি এবং একত্রে বসবাস করছি। তাই আগামী প্রজন্মকে অবশ্যই এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হবে যে তিনি দেশের সেবায় কি অবদান রেখে গেছেন। আমাদের অবশ্যই ইতিহাস সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে ডাঃ সাহা বলেন, আপনারা প্রত্যেকে দেখতে পাবেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাজকর্মে ড. বি আর আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি দরিদ্র লোকদের ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতায় নিয়ে এসেছেন যাতে মধ্যস্থতাকারীদের (মিডলম্যান) হস্তক্ষেপ না থাকে। মুদ্রা যোজনা রূপায়নের মাধ্যমে জনজাতি ও তপশিলি অংশের মহিলাদের কল্যাণ নিশ্চিত করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য নিরন্তর কাজ করছেন। এমনকি আমাদের রাজ্য সরকারও পশ্চাদপদ শ্রেণীর লোক, তপশিলি এবং অন্যান্যদের জন্য অনেক প্রকল্প চালু করেছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জয়ন্ত দে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ক্রীড়াঙ্গন

ফটিকরায়ে অস্মিতা সিটি লীগ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঊনকোটি জেলায় ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল গ্রাউন্ডে অস্মিতা সিটি লীগ আয়োজনে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে ঊনকোটি জেলায় ফটিকরায় স্কুল গ্রাউন্ডে খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার আয়োজিত অস্মিতা সিটি লীগ প্রতিযোগিতায় বয়স ও ওজন ভিত্তিক তিনটি গ্রুপের ১৮টি বিভাগে অর্ধশতাধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৪ বয়স ভিত্তিক ১০০ মিটার দৌড়ে তানভী বড়ুয়া, প্লিহা দাস, কল্পিতা চাকমা; অনূর্ধ ১৭ শট পুটে অনিন্দিতা চৌধুরী, সাবানা বেগম, রিমি সিনহা; অনূর্ধ ১৭ ডিসকাস থ্রো-তে শাবানা বেগম, রিমি সিনহা, রোহিতা রিয়াং; ৪০০ মিটার দৌড়ে রোহিতা রিয়াং, মোনালিসা সিনহা, তানিষ্ক রিয়াং; অনূর্ধ ১৯ বিভাগে শট পুটে নিশা মালাকার, রাখি পাল, অর্নিশা দাস; ডিসকাস থ্রো-তে অর্পিতা সরকার, রূপালী মালাকার, তৃষ্ণা দাস; ১০০ মিটার দৌড়ে অর্পিতা সরকার, অনুশ্রী মালাকার, পঞ্চমী দেবনাথ; অনূর্ধ ১৪ বছর বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে স্নোকার চাকমা, তানভীর বড়ুয়া, তানিয়া দেবনাথ; অনূর্ধ ১৪ ১০০ মিটার দৌড়ে স্নৌকি চাকমা, শ্রাবণী দে, বিদ্যাশ্রী দাস; অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে অনিন্দিতা চৌধুরী, শর্মিলা চাকমা, হালিমা বেগম, অনূর্ধ ১৪ ২০০ মিটার দৌড়ে শ্রাবণী দে, উত্তরা দাস, বিদ্যাশ্রী দাস; অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগে ২০০ মিটার দৌড়ে অনিন্দিতা চৌধুরী, শর্মিলা চাকমা, হালিমা বেগম যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে বেলা ১১ টায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জেলার সহ- সভাধিপতি সন্তোষ ধর। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অমিত কুমার যাদব, খেলো ইন্ডিয়া সাই সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর ড. সূর্য্যকান্ত পাল, সমাজসেবী অনিমেষ সিনহা, পবিত্র কুমার দেবনাথ, কার্তিক দাস, জেলা স্পোর্টস সেল কনভেনার সুমিত দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিভাময়ী খেলোয়াড়দের উঠে আসার প্রসঙ্গে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে বলে অতিথিদের প্রত্যেকেই উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় পিসিএ অ্যাথলেটিক্স কোচ শ্রীমতি ঝুলন রানী দাস সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রাজ্য ক্রিকেট : বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত ৪টি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টি বিঘ্নিত চারটি ম্যাচ। অবশেষে চারটি ম্যাচ-ই পরিত্যক্ত ঘোষিত হলো। দুটি ম্যাচ যদিও অর্ধেকের চেয়ে বেশি খেলা হয়েছিল। অপর দুটি ম্যাচ একেবারে বল পর্য্যন্ত গড়ায়নি। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ রিজার্ভ ডে হিসেবে রক্ষিত আগামীকাল (মঙ্গলবার) চারটি ম্যাচ পুনরায় প্রথম থেকে শুরু হবে। নর্থ বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে খেলা সদর-এ এবং লংতরাই ভ্যালির মধ্যে। যথারীতি ম্যাচ শুরু হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে লংতরাইভ্যালি ৪১.৫ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করেছিল। লংতরাইভ্যালির পুনেন্দ্র ত্রিপুরার ২১ রান, রাজ তামাঙ-এর ১৬ রান, বরনাথ রিয়াংয়ের ১৫ রান উল্লেখ করার মতো। সদর এ-র বোলার চন্দ্রস্নাত গোস্বামী তিনটি, অংশ বাটনের ও সন্দীপন দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর-এ ৭.৪ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে ১৭ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য ম্যাচ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। শান্তিরবাজারে বাইখোড়া স্কুল গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সোনামুড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৯.৪ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১২১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কমলপুর তিন ওভারে বিনা উইকেটে ৯ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যায়। সোনামুড়ার প্রীতম দেবনাথ এর ৩২ রান এবং আরফান উদ্দিন ১৮ রান পেলেও কমলপুরের প্রান্তিক শীলের আঠাশ বলে ছয় উইকেট দখল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় প্রান্তিকের ছয় উইকেট দখল কাজে এলোনা। আগামীকাল (মঙ্গলবার) ধর্মনগরের কলেজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খোয়াই খেলবে শান্তিরবাজারের বিরুদ্ধে। নর্থ বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে সদর-এ খেলবে লংতরাইভ্যালির বিরুদ্ধে। শান্তির বাজারে বাইখোড়া স্কুল গ্রাউন্ডে কমলপুর ও সোনামুড়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কৈলাশহরে বিদ্যানগর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উদয়পুর এবং সদর বি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পয়লা মে দুটি সেমিফাইনাল এবং ৩ মে ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে।

লিটলমাস্টার্স ট্রফির পরিত্যক্ত দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাঠে জল। ক্রিকেট খেলার অনুপযুক্ত ছিল দুটি মাঠ। স্বাভাবিক কারণে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ-ই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। রিজার্ভ ডে হিসেবে আগামীকাল দুটি ম্যাচ পুনরায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। খেলা প্রথমবারের মতো আয়োজিত পূর্বোত্তর লিটল মাস্টার্স ট্রফি অনূর্ধ ১৪ বালকদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

গুয়াহাটিতে তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রুপ লীগ পর্য্যায়ের খেলার পর দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ, সোমবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মাঠে জল লেগে থাকার কারণে মাঠে বল গড়ায়নি। আগামীকাল (মঙ্গলবার) গুয়াহাটির দুটি স্থানে, দুটি স্টেডিয়ামে, টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ পুনরায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ফালাং-এ আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে স্বাগতিক আসাম খেলবে মনিপুরের বিরুদ্ধে। গুয়াহাটিতে আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে এনেক্স গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা ও মেঘালয় পরস্পরের মুখোমুখি হবে। গ্রুপ লীগ পর্য্যায়ে টানা তিনটি ম্যাচ জয়ী অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক এর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা এবং আসাম সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মেঘালয় ও মনিপুর দুটি করে ম্যাচ জিতে গ্রুপ রানার্সের স্বীকৃতি পেয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

রাজস্থানে জাতীয় রেসলিং পেনক্রেশন চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা দল অংশ নিচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১ থেকে ৪ মে, অল ইন্ডিয়া ট্র্যাডিশনাল রেসলিং এন্ড পেনক্রেশন ফেডারেশন কাপ ২০২৫ রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত ফেডারেশন কাপে অংশগ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরা টিম গত ২৭ এপ্রিল রাজস্থানের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা থেকে রওয়ানা দেয়। উক্ত ফেডারেশন কাপ থেকে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন ক্যাটাগরি, বিভিন্ন ওয়েট ক্যাটাগরি তে ইন্ডিয়া টিমের প্লেয়ার সিলেকশন হবে, উল্লেখ্য, এবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতের রাজধানী দিল্লীর তালকোটরা ইনডোর স্টেডিয়ামে ২১-২৬ মে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রাও অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে ত্রিপুরা ট্র্যাডিশনাল রেসলিং এন্ড পেনক্রেশন অ্যাসোসিয়েশন আশাবাদী। এই খবর জানিয়েছেন ত্রিপুরা ট্র্যাডিশনাল রেসলিং এন্ড পেনক্রেশন অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী মোঃ আম্বর আলী । ত্রিপুরা টিমের খেলোয়াড়রা হলো: আব্দুল বাছিত, শুভম সিনহা, রোহিত দাস, দিগ্বিজয় দাস, লক্ষী রানী সিনহা, শীলা দেবনাথ, সোনালী শীল, রেশমী দেবনাথ ও সুমনা বেগম।

খোয়াই সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেটে স্কাইলার্ক চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্কাইলার্ক ক্লাব চ্যাম্পিয়ন। খোয়াই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ৪২ দিন ধরে খোয়াই বিমানবন্দর মাঠে চলছিল ক্লাব ভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গত ১৪ই মার্চ থেকে শুরু হয় এই টুর্নামেন্ট। এতে মহকুমার ১২টি ক্লাব অংশ গ্রহণ করে। শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলা তথা ফাইনাল ম্যাচ।এদিন খোয়াই বিমানবন্দর মাঠে ফাইনালে শিরোপা দখলের লক্ষ্যে মুখোমুখি হয় স্কাইলার্ক ক্লাব বনাম এভারগ্রীন ক্লাব। টসে জিতে এভারগ্রীন প্রথমে স্কাইলার্ককে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে স্কাইলার্ক ১০ উইকেট হারিয়ে ২৬০ রান করে।জবাবে ২৬১ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে এভারগ্রীন ৪৮ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ২০৮ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। ফলে স্কাইলার্ক ক্লাব ৫২ রানে জয় লাভ করে। যদিও এই খেলাকে কেন্দ্র করে প্রথমেই কাশ্মীরের পহেলগাঁও য়ে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় নিহতদের প্রতি শোক জানাতে সমস্ত খেলোয়াড়, আম্পায়ার, স্কোরার থেকে শুরু করে খোয়াই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা হাতে কালো ব্যাজ ধারণ করে। এর জন্য খেলার প্রথমেই জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় এবং কাশ্মীরে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তার মধ্যে শুক্রবার দিনটি ছিল ক্রিকেট খেলার ভগবান অর্থাৎ শচীন তেন্ডুলকরের জন্ম দিন। তাঁর জন্মদিনকে উৎযাপন করে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে দিনটিকে ফাইনাল খেলার জন্য বেছে নেন খোয়াই ক্রিকেট এসোসিয়েশন। ফাইনাল ম্যাচে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হন বিপ্লব চন্দ্র পাল।সেরা বোলার হিসেবে নির্বাচিত হন রৌসন দাস। সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হন সুমন দেববর্মা। পুরস্কার বিতরণ নিয়ে খোয়াই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানান এদিন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার দেওয়া হয় নি। তবে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা বছরের খেলার পুরস্কার গুলি একসাথে দেওয়া হবে বলে জানান এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

সাই-আগরতলা প্রেসক্লাবের ফিট ইন্ডিয়া সাইকেল র‍্যালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভারত সরকারের স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ সাই এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আগামী ৪ মে রবিবার ফিট ইন্ডিয়া সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সাংবাদিকদের আগরতলা প্রেসক্লাবের কেয়ার টেকার প্রদীপ দাস (৮৮৩৭২৮৪০১১) এর কাছে নাম নথিভুক্ত করার অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এর অঙ্গ হিসেবে ফিটনেস এর উপর গুরুত্ব দেওয়া, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সাইকেল র‍্যালির আয়োজন।

কাউকে নকল করতে যাব না!

টস করার সময় তিনি দলের জয়ে ফেরার দাওয়াই বাতলে দিয়েছিলেন। অথচ শুক্রবার কেকেআরের বিরুদ্ধে সেই ভুলগুলিই করলেন চেন্নাইয়ের ক্রিকেটারেরা। ম্যাচের পরেই তাই কড়া সমালোচনা শোনা গেল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মুখে। তিনি সাফ জানালেন, কাউকে নকল করতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। শুক্রবার আবার ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভুগেছে চেন্নাই। ৯.৪ ওভার বাকি থাকতে কলকাতার কাছে আট উইকেটে উড়ে গিয়েছে তারা। দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশে ধোনির সতর্কবার্তা, "পরিবেশের কথা মাথায় রাখা সবার আগে দরকার। দু'-একটা ম্যাচে আমরা ভাল খেলেছি। কিন্তু নিজে যে শটটা খেলতে পারো, সেটার উপরে বিশ্বাস রাখলে ভাল।

দাবা সংস্থার নতুন কমিটি গঠিত সভাপতি অভিজিৎ, সচিব মিঠু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লক্ষ্য একটাই, ত্রিপুরার দাবাকে আরও কয়েক কদম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গঠিত হলো ২১ সদস্যের নতুন কমিটি।

আগামী চার বছরের জন্য। রাজ্য দাবা সংস্থার। নবগঠিত কমিটির সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, সচিব মিঠু দেবনাথ নির্বাচিত হয়েছেন। রবিবার রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা।

তাতে উপস্থিত ছিলেন দাবা ফেডারেশনের সি ই ও এ কে বর্মা, আহ্বায়ক মনিশ কুমার, আসাম দাবা সংস্থার সচিব রাজীব ধর, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষে রমেন্দ্র রিয়াং এবং স্পোর্টস সেলের প্রভারি কমল দেব। শুরুতে সচিবের প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষের পক্ষ থেকে বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। এরপর পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে গঠিত হয় ২১ সদস্যের নতুন কমিটি। নবগঠিত কমিটির সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, কার্যকরী সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু, সহ-সভাপতি ঝুমা বিশ্বাস, দীপক সাহা, প্রদীপ কুমার রায়, সচিব মিঠু দেবনাথ, যুগ্ম সচিব কিরীটী দত্ত, প্রবীর রায়, অনুপ সরকার, শুভদীপ কর্মকার, কোষাধক্ষ্য ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, অফিস সেক্রেটারি পান্না আহমেদ, আরবিটরের আহ্বায়ক অনুপম ভট্টাচার্য্য, সদস্য ঝুটন রায়, সঞ্জীব সাহা, সুশীল সূত্রধর, সংগীতা সাহা, পঙ্কজ দেবনাথ, মিঠুন পাল, পীযূষ কান্তি বিশ্বাস এবং শিখা দাসগুপ্ত। নতুন কমিটি গঠন হওয়ার পরই আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে প্রাথমিকভাবে আলোচনা সেরে নেন নবগঠিত কমিটির কর্তারা। রাজ্য সংস্থার পেট্রণ নির্বাচিত হয়েছেন ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহা।

সভাপতি এবং সচিব দুজনেই ঘোষণা দেন ত্রিপুরার দাবাকে কিভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই হবে নতুন কমিটির কর্তাদের প্রথম লক্ষ্য। পাশাপাশি রাজ্য থেকে আরও প্রসেনজিৎ দত্ত, আর্শিয়া দাস এবং আরধ্যা দাসের মতো দাবাড়ুদের বের করা যায় তা নিয়ে চলবে বিভিন্ন পরিকল্পনা। জেলা সংস্থার কর্তাদের কাছে নবগঠিত কমিটির কর্তার অনুরোধ রাখেন, যাতে সক্রিয়ভাবে দাবার প্রসারে কাজ করে চলেন।

পরের অলিম্পিক্সে দেখা যাবে বাইলসকে? জবাবে কী বললেন ১১ পদকজয়ী জিমন্যাস্ট

বিশ্বের অন্যতম সেরা জিমন্যাস্ট বলা হয় তাঁকে। অলিম্পিক্সে ১১টি পদক জিতেছেন সিমোন বাইলস। ২০২৮ সালে পরের অলিম্পিক্সেও কি খেলবেন বাইলস? এই প্রশ্নের জবাবে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন বাইলস।২৮ বছরের বাইলস জানিয়েছেন, আপাতত পরের অলিম্পিক্স নিয়ে ভাবছেন না তিনি। বাইলস বলেন, "এখন অবসর সময় কাটাচ্ছি। বেশ উপভোগ করছি। এখনই কিছু ভাবছি না। কারণ, ফেরার জন্য জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করতে হবে। তাই পরের অলিম্পিক্সে খেলব কি না তা নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেব না। পরে ভাবব।"বাইলসের মতে, চাইলেই অলিম্পিক্সের মতো প্রতিযোগিতায় নামা যায় না। বিশেষ করে যদি সেই খেলার নাম জিমন্যাস্টিক্স হয়। তার জন্য চার বছর পরিশ্রম করতে হয়। সেই কারণেই হয়তো প্রতিটি অলিম্পিক্সের মধ্যে চার বছরের তফাত থাকে। তিনি বলেন, "অনেকেই ভাবে, এক বছর পরিশ্রম করলেই হয়তো অলিম্পিক্সে নামা যায়। বিষয়টা তা নয়। চার বছর ধরে প্রস্তুতি নিতে হয়। সেই কারণেই আমি আবার অলিম্পিক্সে নামব কি না, তা এখনও ঠিক করতে পারিনি।"২০১৬ সালে রিয়ো অলিম্পিক্সে চমক দিয়েছিলেন বাইলস। সেই প্রতিযোগিতায় চারটি সোনা, একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। পরের বার টোকিয়োতেও তাঁর দিকে সকলের নজর ছিল। কিন্তু দলগত প্রতিযোগিতার ফাইনালের মাঝে মানসিক সমস্যা হয় বাইলসের। প্রতিযোগিতা ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। আর খেলেননি। সে বারও একটু রুপো জিতেছিলেন তিনি। সকলে ভেবেছিলেন, আর হয়তো দেখা যাবে না বাইলসকে। কিন্তু ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সে ফেরেন বাইলস। বয়স্কতম জিমন্যাস্ট হিসাবে জেতেন তিনটি সোনা ও একটি রুপো।এখন বাইলসের বয়স ২৮। লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিক্স হওয়ার সময় তাঁর বয়স হবে ৩১। সেই বয়সে ভল্ট, বার বা ফ্লোর এক্সারসাইজ সহজ নয়। সেই বিষয়টিও হয়তো মাথায় রয়েছে বাইলসের। পাশাপাশি আমেরিকার হয়ে অলিম্পিক্সে নামতে হলে দেশেই প্রতিযোগিতা জিতে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সেই কথাও নিশ্চয় মাথায় রয়েছে বাইলসের। সেই কারণেই হয়তো এখনই কিছু বলছেন না তিনি।

ফুটবলে দুর্দশা ঘোচাতে মেগা টুর্নামেন্ট আয়োজনের আশায় ভারত

২০৩১ সালে এশিয়ান কাপ আয়োজন করতে চলেছে ভারত? সূক্ষ্ম হলেও তেমনই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চায় ভারত। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথাই জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, সৌদি আরব বিড তুলে নিয়েছে। যদিও দেশটি কেন নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। সেই জায়গায় ভারত দরপত্র জমা দিয়েছে।

এই বিড প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ৩১ মার্চ। ভারত ছাড়াও এশিয়ান কাপ আয়োজনে আগ্রহী আরও অনেকগুলি দেশ দরপত্র জমা দিয়েছে। এএফসি সভাপতি শেখ সলমন বিন ইব্রাহিম আল খলিফা দেশগুলির উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এবার আমরা রেকর্ড সংখ্যক বিড পেয়েছি।

এশিয়ান কাপ আয়োজনের ব্যাপারে যে আগ্রহ দেখছি তা অভূতপূর্ব। দেশগুলির ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রইল।" তাঁর সংযোজন, "এই প্রতিযোগিতা এশিয়ার অন্যতম সেরা। এএফসির নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত সদস্য দেশকে ধন্যবাদ। তারাই তো আমাদের শক্তি। তাদের কাছ থেকে সবসময় অনুপ্রেরণা পাই।"

২০৩১ সালের এএফসি এশিয়ান কাপের জন্য দরপত্র জমা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান যুগ্মভাবে। ২০১৭ সালে অনূর্ধ-১৭ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল ভারত। তাই আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনে অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেটা খানিকটা হলেও অ্যাডভান্টেজ দেবে ভারতকে। ফিফার ক্রমতালিকায় ভারত এখন ১২৭ নম্বরে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দেশীয় ফুটবলে দুর্দশা ঘোচাতে মেগা টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চাইছে ভারত।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা।।

পুলিশের যৌথ অভিযানে ভারতীয় দালাল সহ ১৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: দুটি পৃথক যৌথ অভিযানে জিআরপি পুলিশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ১ জন ভারতীয় দালালকে আটক করেছে। পাশাপাশি, অন্য একটি অভিযানে কমলাবতী এক্সপ্রেস থেকে ১৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কামালসাগর মিয়া পাড়া ইন্দু — বাংলা সীমান্ত এলাকা থেকে একজন ভারতীয় দালালকে আটক করা হয়েছে। তার বাড়ি কমলা সাগর মিয়াপাড়া এলাকায়। ধৃত সাইমন মিয়া (২৫) দীর্ঘদিন ধরে এলাকা থেকে পলাতক ছিল। তাই গতকাল রাতে জিআরপি থানা, বিএসএফ এবং মধুপুর থানার পুলিশের যৌথ অভিযান চালিয়েছে।অন্য একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল আগরতলা রেল স্টেশনে সরকারি (জিআরপি) এর সাথে একটি যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। এই অভিযানের রানী কমলাবতী এক্সপ্রেস থেকে ৫টি ব্যাগে ১৭ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। কিন্তু ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা হবে।

কৃষিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন ঘিলাতলীর শিক্ষিত যুবক মানিক মিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৮ এপ্রিল : কৃষি চিরকালই আমাদের সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি। সময়ের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র বিস্তৃত হলেও কৃষির গুরুত্ব আজও অপরিসীম। আধুনিক সমাজেও এমন কিছু উদাহরণ উঠে আসে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কৃষির প্রতি অনুপ্রাণিত করে। এমনই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম ঘিলাতলীর স্নাতক যুবক মানিক মিয়া।

দীর্ঘ প্রায় ছয় থেকে সাত বছর ধরে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানিক মিয়া, পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও বর্গা জমিতে চাষ করে পাঁচ সদস্যের পরিবার প্রতিপালন করছেন। নিজস্ব জমি না থাকলেও অন্যের জমি ভাড়া নিয়ে তিনি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের সবজি চাষ করে চলেছেন।

মানিক জানান, স্নাতক পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি কৃষিকেই জীবিকা হিসেবে বেছে নেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিকল্পনা করে চাষাবাদ করায় বর্তমানে তিনি লাভের মুখও দেখছেন। বর্তমানে উন্নত জাতের বেগুন চাষ করে ভালো আয় করছেন বলে জানান তিনি।

তবে, মানিকের বক্তব্য, কৃষিকাজে ব্যয় তুলনামূলক বেশি হলেও সঠিক পরিকল্পনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষি থেকে ভালো লাভ সম্ভব। তিনি আরও দাবি করেন, সরকার যদি দ্রুততার সাথে বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে, তাহলে কৃষিক্ষেত্র আরও বিকশিত হবে।

মানিক মিয়ার মধ্যে আত্মনির্ভরতার স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। জমি জমা না থাকা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্যমের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, ইচ্ছাশক্তি ও পরিকল্পনা থাকলে শিক্ষিত প্রজন্মও কৃষিকে ভিত্তি করে সমাজের দিকনির্দেশক হতে পারে।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স'র স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় নববর্ষ উদযাপন

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। সোমবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে ''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় নববর্ষ উদযাপন'' এর আয়োজন করা হয় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এক প্রয়াসের নাম এই ''স্বর্ণগ্রাম ''- যা গোমতী জেলার ওয়ারেংবাড়িকে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে।

'স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়' হল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের একটি আবাসিক স্কুল প্রকল্প। সহযোগিতায় রয়েছে ওয়ারেংবাড়ির গ্লোরি অ্যাকাডেমি। এই প্রকল্পে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের তরফে স্কুলের আবাসিকদের সবরকম সুযোগসুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য যথাযথ পুষ্টি, পড়াশোনার সামগ্রী, বই, উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, খেলার কোচ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হয়।

''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয় নববর্ষ উদযাপন'' আসলে স্বর্ণগ্রামের শিশুদের নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর এক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গৌর চন্দ্র সাহা-র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন বিশেষ অতিথিরা ও গ্রামের শিশুরা জ্জ এদিনের অনুষ্ঠানে রিয়াং আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামের ছোটরা গান গেয়ে অনুষ্ঠানের শুরু করে। শিশুদের নানা আয়োজনে অনুষ্ঠানটি আনন্দময় হয়ে উঠে। শেষ হয় গ্রামের ছোটদের ঐতিহ্যবাহী হোজাগিরি নাচ দিয়ে। যা অনুষ্ঠানে এক নয়া মাত্রা যোগ করে। এদিন ''স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়'' ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রপাতে গবাদি পশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: বজ্রপাতে গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে মেলাঘর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার ঘটনায় আরেকটি গবাদি পশু গুরুতর আহত হয়েছে।গবাদি পশুর মালিক সুরুজ মিয়া জানান, সকালেই বাড়ির নিকটবর্তী গোমতী নদীর পাড়ে একটি তুলা গাছের নিচে দুটি গবাদি পশুকে বেঁধে দিয়েছিলেন ঘাস খাবার জন্য। সকাল ১১ টা নাগাদ বজ্রপাত সহ বৃষ্টি শুরু হয়। তখনই বজ্রপাতে একটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। অপরটি আহত হয়।

ধর্মনগরে শোরুমে বড়সড় চুরি লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ এপ্রিল: ধর্মনগর মহকুমার রাজবাড়ী এলাকায় অবস্থিত সরলা পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে গীতা বাজাজ শোরুমে শনিবার গভীর রাতে এক বড় ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, রাত আনুমানিক ২টা ৪০ মিনিট থেকে ২টা ৪২ মিনিটের মধ্যে চোরের একটি দল দ্বিতল ভবনের টিন কেটে ও ফলস সিলিং ভেঙে শোরুমের ভেতরে প্রবেশ করে।

ভেতরে ঢুকেই চোরেরা প্রথমে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ করে দেয় এবং এরপর শুরু হয় তাণ্ডব। শোরুমের সমস্ত লকার ভেঙে দুটি লকার থেকে মোট ৩৬০০ টাকা নগদ অর্থ নিয়ে চোরেরা বাইকের মূল্যবান পার্টস ও সামগ্রী চুরি করে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক অনুমান, চুরি যাওয়া সামগ্রীর আর্থিক মূল্য ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে।

রবিবার শোরুম বন্ধ থাকায় সোমবার সকালে কর্মীরা শোরুম খুলতেই পুরো ঘটনার পর্দাফাঁস হয়। দেখা যায়, প্রবেশপথের ভিতরে দুটি জায়গায় ফলস সিলিং ভাঙা এবং দ্বিতল ভবনের আরেক জায়গায় ছিদ্র করে প্রবেশের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে শোরুমের মালিক রাজীব রায় দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শীঘ্রই চুরির ঘটনার কিনারা করতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন।

উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মনগরে গত কয়েক মাসে চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবল উদ্বেগ ছড়িয়েছে। গীতা বাজাজ শোরুমের এই বড় চুরির ঘটনাকে ঘিরে ধর্মনগরবাসী দ্রুত ও কার্যকর তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন।

জনজাতি যুবকদের ভর্তুকিতে আইস বক্স যুক্ত ই-রিক্সা প্রদান

খোয়াই, ২৮ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনায় গত অর্থবছরে পদ্মবিল ব্লকে ৩ জন জনজাতি সুবিধাভোগীকে মাছ বিক্রির সুবিধার্থে আইস বক্স যুক্ত ই-রিক্সা বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ভর্তুকিতে এই ই-রিক্সাগুলি দেওয়া হয়। এজন্য মোট বায় হয় ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এছাড়া আরও ৩ জন জনজাতি সম্প্রদায়ের যুবককে একই প্রকল্পে আইস বক্স যুক্ত বাইসাইকেল প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের ৬ হাজার টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হয়। পদ্মবিল ব্লকের মৎস্য আধিকারিক সঞ্জিত দেববর্মা এ সংবাদ জানিয়েছেন।

শুরু রবীন্দ্র পরিষদের আট দিনব্যাপী বার্ষিক সাহিত্য মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। আজ সন্ধ্যায় সুকান্ত একাডেমিতে শুরু হল ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের আট দিনব্যাপী বার্ষিক সাহিত্য মেলা। মেলার উদ্বোধন করে ওড়িশা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শুভাশিস

তলাপাত্র রবীন্দ্রনাথের কথার উল্লেখ করে বলেন - 'কিসের ধর্ম? যে ধর্ম মানুষের মধ্যে দ্বেষ ছড়াতে শেখায় তাকে আমি ধর্ম বলে স্বীকার করি না।' সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজকে যারা নানা কথা বলেন, এগুলি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না। কারণ আমাদের সংস্কৃতি মানুষের সঙ্গে মানুষের হাত ধরতে শেখায়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, আমাদের যে লোকগান যার উৎপত্তি নদী থেকে, আমরা কি কখনো বলবো যে এই গান বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে এসেছে ? আমি এই গান গাইবো না।' মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সুহৃদসুলভ সম্পর্কের উল্লেখ করে

শ্রী তলাপাত্র বলেন, ১৯ ২১ থেকে ১৯ ২৪ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচটি বক্তৃতা করেছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় যা বেরিয়ে এসেছে। এই বক্তৃতায়, রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর তীব্র ও কঠোর সমালোচনা করেন। মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ এবং শিক্ষা ভাবনা নিয়ে তিনি তার দ্বিমত প্রকাশ করে মহাত্মা গান্ধীকে বলেন, আপনার মতের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য তা কিন্তু আমি বলেই যাব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমরা যারা রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি, আমাদের সামনে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ আবিষ্কৃত হচ্ছেন। এর ফলে আমাদের সামাজিক ইতিহাস একজন জীবন্ত রবীন্দ্রনাথ আজও দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

শুরুতে আলোকশিখা প্রজ্জালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড, নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে তিনি সমস্ত এই আয়োজনকে সফল করে তোলার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে রসিক রঞ্জন দেব পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট গীতিকার সুবিমল ভট্টাচার্য্যকে এবং সুনীলা দেবী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং শ্রী অরবিন্দ শ্রীমা আশ্রম ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক কল্যাণ দাশগুপ্তকে। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষ থেকে তাদের হাতে সংবর্ধনার উপচার তুলে দেন সভাপতি রাজলক্ষী চৌধুরী, শুভাশিস তলাপাত্র, পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ড, প্রণতি মোদক, ওয়াংখেম বীরমঙ্গল এবং সুভাষ দাস। পুরস্কার হিসেবে অঙ্গবস্ত্র, মানপত্র, নগদ ১৫ হাজার টাকা এবং অন্যান্য উপকরণ তুলে দেওয়া হয়।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় প্রাদেশিক সংগীতমালার অনুষ্ঠান।

গোমতী জেলায় দুটি প্রকল্পে ৫৭ হাজার ৩২৮টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল : গোমতী জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পের অধীন এখন পর্যন্ত ৫৩ হাজার ৮৮৭ জন সুবিধাভোগীকে গৃহ নির্মাণ করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৫২ হাজার ৩৬১টি গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি গৃহগুলির নির্মাণের কাজ চলছে। তাছাড়া পিএম, জনমন প্রকল্পে গোমতী জেলায় এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৪৪১টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২ হাজার ৭৮০টি গৃহ নির্মাণ হয়ে গেছে। বাকি ঘরগুলি নির্মাণের কাজ চলছে।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে অভিযুক্ত জাবেদ হোসেনের গ্রেপ্তারি না হওয়ায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো উদয়পুরের রাধাকিশোর পুর এলাকা। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে সোমবার সকাল ১০টা থেকে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতৃত্বে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ জনতা।

দীর্ঘক্ষণ চলা অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কের দু'দিকেই যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। অসংখ্য যাত্রী আটকে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, রাধাকিশোরপুর থানার ওসি সহ কেন্দ্রীয় বাহিনী, ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর-এর বিশাল বাহিনী।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, যেখানেই থাকুন না কেন, অবিলম্বে জাবেদ হোসেনকে গ্রেফতার করতে হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ প্রশাসনকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

পরে মহকুমা শাসকের আশ্বাসের ভিত্তিতে বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। তবে অবিলম্বে অভিযুক্তের গ্রেফতার না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য, গ্রেপ্তার সামিদ মিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৮ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো উদয়পুর মহারানীর সামিদ মিয়াকে। রবিবার রাতে তাকে মেলাঘরের তেলকাজলা এলাকা থেকে আটক করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, সামিদ মিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপত্তিকর ও অশালীন মন্তব্য পোস্ট করেন, যা দ্রুত নজরে আসে প্রশাসনের। এরপরই তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় এবং নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এ বিষয়ে পুলিশ জানায়, সামিদ মিয়ার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে আদালতে পেশ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলেও জানানো হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ জনগণকে সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছে।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বসতঘর লণ্ডভণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: গতকাল বিকেলে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে জম্পুইজলা ব্লকের জগাইবাড়ি এলাকায় ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। ঝড়ের প্রবল দাপটে যোগেশ দেববর্মার একমাত্র বসতঘরের টিনের ছাউনি সম্পূর্ণ উড়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে, বাড়িতে থাকা পরিবারের সদস্যরা অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান।

ঝড়ের পরে, আশ্রয়হীন যোগেশ দেববর্মা ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ি থেকে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল : রাজনগরের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা থেকে উধাও একটি বাইক। ফটিকরায় থানার অন্তর্গত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে আবারও চুরির ঘটনা ঘটলো।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় দেবনাথের বাড়ি থেকে গভীর রাতে চুরি হয়ে যায় একটি পালসার ১৫০ বাইক। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বাড়ির মালিক সঞ্জয় দেবনাথ আজ ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান তার বাইকটি ঘরে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফটিকরায় থানায় খবর দিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সরজমিনে তদন্ত শুরু করে। তবে ঘটনার কয়েক ঘন্টা অতিক্রম করার পরেও এখনো পর্যন্ত বাইকটির কোনো সন্ধান মেলেনি। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় সকলের চোখের আড়ালে কীভাবে বাইকটি চুরি হলো তা নিয়ে এলাকাজুড়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

উল্লেখযোগ্য, ফটিকরায় এলাকায় গত কয়েক মাসে চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং চুরি রোধে পুলিশি টহল আরও বাড়াতে হবে।

নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ এপ্রিল: মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার 'নেশামুক্ত ত্রিপুরা' গড়ার আহ্বানকে ব্যর্থ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে গেরুয়া রামাবলী পরা কিছু অসাধু ব্যক্তি এমন অভিযোগ ফের সত্যি প্রমাণ হলো রবিবার রাতে। রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে রাজনগর পিআর বাড়ি থানার পুলিশ রাধানগর এলাকার বাসিন্দা সুমন বিশ্বাসকে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, গেরুয়া রামাবলী গায়ে জড়িয়ে সুমন বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে দলের ছত্রছায়ায় রমরমিয়ে নেশা কারবার চালিয়ে আসছিলেন। শুধু নেশা নয়, হপ্তা বাণিজ্যতেও সিদ্ধহস্ত তিনি। এলাকাবাসী ও শাসকদলের অভ্যন্তর থেকে অভিযোগ উঠেছে, সুমন বিশ্বাসের মাতব্বরি সহ্য করতে গিয়ে তারা অতিষ্ঠ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে রাজনগর তিন নম্বর টিলা এলাকায় ভেহিকেল চেকিং চলাকালীন রাজনগর পিআর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাসের নেতৃত্বে ও রাঙ্গামুড়া ফাঁড়ির পুলিশের সহযোগিতায় সুমন বিশ্বাসের বাইক থেকে উদ্ধার হয় ফেন্সিডিলের বোতলগুলি। এরপর এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তাকে থানায় আনা হয়।

এদিকে, সুমন বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চন্দন দেবনাথকেও সামাজিক মাধ্যমে উস্কানিমূলক ও বিদ্বেষমূলক পোস্ট করার অভিযোগে পুলিশ আটক করে। তাঁর বিরুদ্ধে ১২৯(জি)/১২৬বিএমএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। একই ধারায় রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সমরেন্দ্র নগর এলাকা থেকে আব্দুল খালেককেও আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

এলাকাবাসীর পাশাপাশি শাসক দলের অভ্যন্তরেও এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রশাসনকে এ বিষয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ আইনকে লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ সীমান্তে বাঁধ নির্মাণ করছে, প্রতিবাদে সরব তিপরা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: বিলোনিয়া বল্লামুখা এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ আইনকে লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ সীমান্তে বাঁধ নির্মাণ করছে। এরই প্রতিবাদে আজ বনকর উত্তর পাড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে তিপরা মথার কর্মী ও সর্মথকরা। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ এবং বিএসএফের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক এবং নিরাপত্তা কর্মীরা। ওই জমায়েত বল্লামুখা সীমান্তের দিকে যেতে চাইলে নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। দলের তরফ থেকে ইউনূসের পদত্যাগের দাবি করে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিলোনীয়া বল্লামুখা সীমান্তে বাংলাদেশের বাঁধ নির্মাণ করছে বাংলাদেশ সরকার। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে তিপরা মথা। ওই ঘটনাকে ঘিরে আজ দুপুরে বিলোনিয়া বনকর উত্তর পাড়ে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছ। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে তিপ্রামথার কর্মী ও সমর্থকরা বনকর উত্তর পাড়ে জমায়েত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং বিএসএফের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক এবং নিরাপত্তা কর্মীরা ছুটে গিয়েছে। ওই জমায়েত বল্লামুখা সীমান্তের দিকে যেতে চাইলে নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। এদিন বাংলাদেশ ইউনিসের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবৈধভাবে বল্লামুখা সীমান্তে বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এদিকে, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববমণ সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, বিলোনিয়ায় তিপরা মথার হাজার হাজার কর্মীদের বিএসএফ বাধা দিয়েছে। তানা হলে বাংলাদেশের অবৈধ নির্মাণ আজই ভেঙে ফেলা যেত। শুধু তিপরাসা যুবকদের জন্য সবুজ সংকেত দরকার, বাকিটা আমরা সামলাব, বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ২৬টি রাফাল মেরিন এয়ারক্রাফট ক্রয়, ফ্রান্সের সঙ্গে আন্তঃসরকারি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas